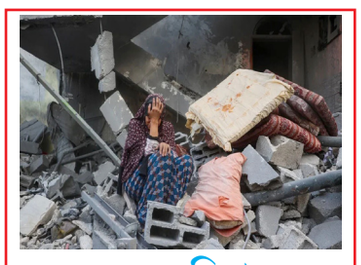

যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় দেবে ইন্দোনেশিয়া

● ● ● ●

সারে-জমিন

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল বহরমপুর শহর

রূপসী বাংলা

দেশজুড়ে এখন ঘৃণার বিষ

সম্পাদকীয়

আসমানি শিক্ষায় মানুষের চূড়ান্ত মুক্তি

দাওয়াত

আইএসএল খেলার দাবিতে সরগরম মহামেডান ক্লাব প্রাঙ্গণ

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১০ এপ্রিল, ২০২৫
২৬ চৈত্র ১৪৩১
১১ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 96 ■ Daily APONZONE ■ 10 April 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

সংখ্যালঘু স্কুলেও 'টেট' উত্তীর্ণ শিক্ষক নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক: মাদ্রাজ হাইকোর্ট

আপনজন ডেস্ক: মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ জানিয়েছে, মাইনোরিটি স্ট্যাটাসপ্রাপ্ত স্কুল সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য 'টেট' উত্তীর্ণ বাধ্যতামূলক। বিচারপতি জে নিশা বানু এবং বিচারপতি এস শ্রীমতীর বেঞ্চ সংখ্যালঘু সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকের পদোন্নতির অনুমোদন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার একক বিচারপতির আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্কুল শিক্ষা বিভাগের দায়ের করা মামলার শুনানি করছিল। একক বিচারপতির বেঞ্চ মাইনোরিটি স্ট্যাটাসপ্রাপ্ত একটি স্কুলে শিক্ষকের পদোন্নতির অনুমোদন দিয়েছিল। তা সে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা বিভাগ খারিজ করে দেয়। ওই শিক্ষকের টেট যোগ্যতা না থাকার কারণে পদোন্নতি খারিজ করেছিল। তার বিরুদ্ধে মাদ্রাজ কোর্টে মামলা হয়। সেই মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ বলে, একক বিচারপতির আদেশ যার উপর নির্ভর করে দেওয়া হয়েছিল তা কখনই আরটিই আইন, ২০০৯ এর ২৩ নম্বর ধারার সঙ্গে সংপৃক্ত নয়, যার অধীনে শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। পরে বৃহত্তর বেঞ্চে যায় মামলাটি ও বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। বেঞ্চ বলেছে, সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছে, গোটা আরটিই আইন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এই যুক্তি 'ভুল'। ২০১৭ সালে আরটিই আইনে একটি সংশোধনী অনুসারে, কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি থেকে কোনও ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। বিচারপতিরা বলেন, যেহেতু এনসিটিই টেটকে একটি যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারণ করেছে, তাই এটি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য।

জৈন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘুদের প্রতি আশ্বস্ত বাণী

রাজ্যে ৩৩% মুসলিম, তাদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বাংলার মুসলিমদের আশ্বস্ত করে বলেন, সংশোধিত ওয়াকফ আইন বাংলায় কার্যকর করা হবে না। কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বুধবার জৈন সম্প্রদায়ের বিশ্ব নবকর মহামন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, বাংলার মুসলিমদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি জানি ওয়াকফ সংশোধনী আইনে মুসলিমরা আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু বাংলায় এমন কিছু হবে না যাতে ডিভাইড অ্যান্ড রুলস হয়।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এখানে ৩৩ শতাংশ মুসলমান রয়েছে। শত শত বছর ধরে তারা এখানে বসবাস করে আসছে। তারা আমাদেরই অংশ। তাদের ফেলে দিয়ে আমি কী করব? তাদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত এক ছিল। স্বাধীনতার পরেই দেশভাগ হয়েছিল। আমরা বিভক্ত হইনি। সেখানে যে নেতারা ছিলেন তারা এটা করেছেন। আমরা যুগ যুগ পরে জন্ম নিয়েছি। আমি মনে করি, যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের সবাইকে সুরক্ষা দেওয়া আমার দায়িত্ব।

বাংলার প্রধান বিরোধী দল বিজেপির নাম উল্লেখ না করেই মমতা বলেন, তারা বলছে এখানে হিন্দুরা অরক্ষিত। তারা বলে যে আমি বাংলায় হিন্দু ধর্মকে সুরক্ষা দিই না। আমি যদি না করি, তাহলে কে করবে?

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি সংখ্যালঘুদেরও কৃতিত্ব দিতে চাই যে তারা বাংলাতেও হিন্দুদের উৎসব সুন্দরভাবে পালন করেছে এবং আমি এটা বলতে পেরে গর্বিত।

মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে, কেন আমি সব ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিই। তুমি আমার কাছ থেকে ঐক্য কেড়ে নিতে পারবে না। আমি সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে দেখা করি। রমজানের সময় যদি কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, আমি কি যাব না? কেউ যদি আমাকে জৈন জনগণের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করেন, আমি ওদের কথা শুনব?

তিনি জাতীয় ঐক্যের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন, দেশকে বিভক্ত করা উচিত নয়, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সবাইকে বাঁচতে হবে এবং সবাইকে বাঁচতে দেওয়া উচিত। আমি বাংলার হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের সমান সম্মান দিই।

তিনি বলেন, আমি সব ধর্মের জায়গায় যাই এবং তা অব্যাহত রাখব। আমাকে গুলি করে মারলেও ঐক্য থেকে আমাকে আলাদা করতে পারবে না। সব ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে তারা সবাই মানবতার জন্য দোয়া করেন এবং আমরাও তাদের ভালোবাসি। দুর্গাপূজা, কালী পূজা, জৈন ও বৌদ্ধ মন্দির, গুরুদ্বার, গির্জায় যাই। রাজস্থানে আজমির শরিফের পাশাপাশি পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দিরেও গিয়েছিলাম।

সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ২০২৪ পাস হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে বলেন, কিছু লোক আপনাকে একত্রিত হয়ে আন্দোলন শুরু করতে উস্কানি দেবে। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব এটা না করার জন্য। দয়া করে মনে রাখবেন দিদি (মমতা) যখন এখানে আছেন, তখন তিনি আপনাকে এবং আপনার সম্পত্তি রক্ষা করবেন। আসুন আমরা একে অপরের প্রতি আস্থা রাখি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কেল শ্রেণির নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়াই আমাদের কাজ।

একদিন দেশকেও বিক্রি করে দেবেন মোদি: খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: বুধবার ছিল গুজরাতের আহমেদাবাদে কংগ্রেসের ৮৪তম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন। দুই দিনের অধিবেশনটি মঙ্গলবার ৮ এপ্রিল শুরু হয়। প্রথম দিনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল সম্মেলনটি দ্বিতীয় দিন, বুধবার সবরমতী নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় যোগ দিতে সারা দেশ থেকে ১,৭০০ জনেরও বেশি কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধি এসেছেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনে মল্লিকার্জুন খাড়গে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করলেন। তিনি সংরক্ষণ, ওয়াকফ বিল, মার্কিন শুল্ক পরিকল্পনা, মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন যে ওই লোকেরা গান্ধিজির চশমা এবং লাঠি চুরি করতে পারে। মহাত্মা গান্ধির আসল মূলধন হল কংগ্রেস পার্টির আদর্শিক উত্তরাধিকার। খাড়গে বলেন, যে দেশের অর্থনীতিতে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সরকারি সম্পত্তি ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত হাতে চলে যাচ্ছে। পিএসইউ বিক্রি এবং লক্ষ লক্ষ সরকারি চাকরি বাতিলের ফলে, এসটি, এসসি, ওবিসি শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ প্রভাবিত হচ্ছে। দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের সংরক্ষণ দেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে বরং মোদি সরকার একের পর এক সমস্ত পিএসইউগুলিকে তার বন্ধুদের হাতে তুলে দিচ্ছে। যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে নরেন্দ্র মোদি একদিন দেশ বিক্রি করে দেবেন। খাড়গে বলেন, কংগ্রেসের ১৪০ বছরের ইতিহাসে ৮৬টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে ছয়টি হয় গুজরাটে।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!

মেয়েদের নার্সিং স্কুল

এখন

ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

ডালখোলা কলেজে এনএসএসের বিশেষ শিবির

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে 'ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম' বা এনএসএসের বিশেষ শিবির ২০২৪-২৫। 'ইউথ ফর মাই ভারত অ্যান্ড ইউথ ফর ডিজিটাল ইন্ডিয়া' থিমে ৭ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ ক্যাম্প।এই কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্বগুণ, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও ডিজিটাল শিক্ষার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিবিরটি গৃহীত গ্রাম 'সুরটা' ও কলেজ চত্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বুধবার তৃতীয় দিন হাতে কলমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর জয়িতা বসু, কনজ্যুমার ওয়েলফেয়ার অফিসার সুপ্রতীক সোম, চিকিৎসক উমার ফারুক, রহাটপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান, সুদর্শনপুর দারিকা প্রসাদ বিদ্যাচক্রেরপ্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত, স্টুডেন্ট হেলথ সোম সম্পাদক সমনেন্দ্রনাথ রাহা, কলেজের এনএসএ ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার ড. দীলিপ হাজরা প্রমুখ।

শিক্ষক দুর্নীতির জন্য দায়ী মমতা: বিকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: 'মমতা দুর্নীতি করেছেন। দুর্নীতি করে শিক্ষকদের চাকরি জীবনটা সর্বনাশ করেছেন। এখন লড়াই করতে গেলে লাঠিচার্জ ছাড়া কি করবে। এর জন্য মমতা নিজে দায়ী।' হাওড়ায় মন্তব্য বাম নেতা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের। বুধবার বিকেলে হাওড়ায় দলীয় এক অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই মন্তব্য করেন তিনি। বিকাশ বাবু বলেন, দুর্নীতি করে শিক্ষকদের চাকরি জীবন সর্বনাশ করেছেন মমতা। এখন লড়াই করতে গেলে লাঠিচার্জ করিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। ওনার নির্দেশেই লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি এটাই।

ডিআই অফিসের তালা ভেঙে নতুন তালা লাগাল বিক্ষোভকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ডিআই অফিসের তালা ভাঙল, তালা পড়ল কৃষ্ণনগরে। চাকরিহারাদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বুধবার সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়াল। নদিয়ার কৃষ্ণনগর ডিআই অফিসের গেটে তালা ভাঙা হয়। নতুন তালা লাগিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা তাঁরা। যদিও সরকারের তরফে এখনও বরখাস্তের চিঠি পাননি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'যোগ্য'দের পাশে তিনি থাকবেন। কিন্তু তার পরও চাকরিহারাদের বিক্ষোভে উত্তাল গোটা রাজ্য।
বুধবার বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে বাংলার বিভিন্ন জেলা।
চাকরিহারাদের একাংশ জড়ো হন কৃষ্ণনগর স্কুল পরিদর্শক (ডিআই) অফিসের সামনে। তবে তাঁরা যাতে ভিতরে প্রবেশ করতে না-পারেন,সেই জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ। ব্যারিকেডের পাশাপাশি ডিআই অফিসের গেটে তালা লাগানো ছিল। কিন্তু বেলা গড়াতে দেখা গেল ওই তালা ভেঙে দফতরের ভিতরে ঢুকে পড়েন চাকরিহারারা। চাকরিহারা এক শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের বক্তব্য
আমরা যোগ্য, তাই চাকরিহারা হয়ে আজ আন্দোলন করছি।

মালদায় চাকরিহারাদের বিক্ষোভ মিছিল ও ডিআই অফিস ঘেরাও

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী ২০১৬ সালের বাতিল ঘোষণা পরেই বুধবার মালদা জেলায় চাকরি হারাদের বিক্ষোভ মিছিল ও ডিআই অফিস ঘেরাও। মালদায় পথে নামলেন মালদার চাকুরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। বুধবার তারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চের ব্যানারে মিছিল করলেন মালদা শহরের বুকে।বুধবার চাকুরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা মিলে মালদা টাউন হলের সামনে থেকে মিছিল করেন। 'মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে ডিআই অফিসে পৌঁছায়।
মিছিলে সামিল মালদার চাকুরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা দাবী করেন, তারা সকলেই যোগ্য। কোনরকম দুর্নীতির সঙ্গে তারা জড়িত নন। তবে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা দিতে না পারায় তাদের চাকুরি বাতিল হয়েছে। এর প্রতিবাদেই তারা ডি.আই অফিস অভিযান করছেন। তাদের দাবী এসএসসি-কে ও.এম.আর-এর মিরর ইমেজ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করতে হবে। এসএসসি-কে যোগ্য-অযোগ্যদের সার্টিফায়েড কপি ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে। সেই কপি জমা দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টে বলে দাবি তুলেন। সর্বোপরি যোগ্যদের চাকুরি সসম্মানে ফিরিয়ে দেওয়ার দায় নিতে হবে সরকারকে। এই সমস্ত দাবীতেই আজ তারা ডিআই অফিস অভিযান করছেন।
মালদহে চাকরি হারাদের ডিআই অফিস ঘেরাও ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় । ডি আই অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ চাকরি হারাদের।সেই পরিস্থিতিতে বাধা দিতেই পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি চাকরি হারাদের। ঘটনা ঘিরে আজ বুধবার সকাল থেকেই শিক্ষা কর্মী মঞ্চ। এদিন শতাধিক চাকরিহারা তরুন, তরুনীরা মিছিল করে জেলা শিক্ষা দপ্তরের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতেই পুলিশি বাধার মুখে পড়ে বলে অভিযোগ । আর তারপরেই শিক্ষা দপ্তরের ভেতরে ঢুকেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাকরিহারা প্রার্থীরা। সেই সময় পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। রীতিমতো চরম উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয় জেলা শিক্ষা দপ্তর চত্বরে। রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও এদিন প্রতিবাদে সোচ্চার হোন চাকরিহারা প্রার্থীরা। পাশাপাশি পুলিশি বাঁধার মুখে প্রতিবাদ জানিয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের সামনেই অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়েন প্রতিবাদীরা।

ভোট রক্ষা ট্রেনিং কর্মসূচি তৃণমূলের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সামনেই বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে শাসক তৃনমূল দলীয় সংগঠনকে মজবুত করতে একাধিক কার্যক্রম করে চলেছে। সম্প্রতি ভোটার লিস্টে গন্ডগোলের ছবি সামনে আসার পর তৃনমূল কংগ্রেস সেই ভোটার লিস্ট সংশোধন নিয়ে সোচ্চার হয়েছে।আর এবার বাংলার ভোট রক্ষা কর্মসূচিকে সামনে বুধবার জয়নগর টাউন হলে জয়নগর বিধানসভার অন্তর্গত বিইআরএস, সমস্ত পিইআরএস, বিএলএ-২ ও নেতৃত্বদের নিয়ে এক ট্রেনিং কর্মসূচি হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।কিভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের হাত থেকে ভোট রক্ষা করা যায় সেই বিষয়ে এদিন আলোকপাত করেন মথুরাপুরের সাংসদ তথা সুন্দরবন জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি বাপি হালদার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গৌড়দহে সমাজ বন্ধু সম্মান প্রদান

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার গৌড়দহ দীননাথ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে আজ সমাজ বন্ধু সম্মান প্রদান করা হলো। তাছাড়াও একাধিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও বিনামূল্য চশমা প্রদান ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এই রক্তদান শিবিরে সমাজ বন্ধুরা অংশগ্রহণ করে সমাজের কল্যাণমূলক বার্তা দিলেন। সহযোগিতায় ছিলেন সোনারতরী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। মঞ্চে থেকে থ্যালাসিমা রোগীর প্রতিমাসে অর্থ প্রদান করে থাকেন দীননাথ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের কর্ণধর সুব্রত মন্ডল ও সোনার তরী চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সম্পাদক শ্রীকান্ত বধূক। এছাড়াও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে রক্তদাতা দেড়শ জন ছিলেন উপস্থিত ছিলেন সোশ্যাল মিডিয়া প্রখ্যাত ইউটিউবার উজ্জ্বল বর্মন ও ঘুটিয়ারি শরিফের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুকুমার রুইদাস তাছাড়াও ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা।

সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য হরিহরপাড়ায় বিডিওর নেতৃত্বে সাফাই অভিযান

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: হরিহরপাড়ায় বিডিওর নেতৃত্বে সাফাই অভিযান হল। অংশ নিলেন পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা ও ভিআরপি, ভিবিডিসি কর্মীরাও। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগে দেখা গেলো প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।
বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বাজারের বিভিন্ন অলিগলি ও রাস্তায় অনুষ্ঠিত হল একটি সাফাই অভিযান, যেখানে নেতৃত্ব দেন খোদ হরিহরপাড়া ব্লকের বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া । হাতে গ্লাভস পরে তিনি নিজেই রাস্তায় পড়ে থাকা প্লাস্টিক ও আবর্জনা পরিষ্কার করেন।
এই উদ্যোগে বিডিও-র সঙ্গে ছিলেন ব্লকের জয়েন্ট বিডিও আমস তামাং, হরিহরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম কুমার দাস, উপপ্রধান আরসেলিম মন্ডল, পঞ্চায়েতের দলনেতা আজিজুর রহমান, পঞ্চায়েত সদস্য সেন্টু শেখ ও তসলিম মণ্ডল।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া অঞ্চলের ভিবিডিসি সুপারভাইজার সামিউল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ ও ভিআরপি সদস্যরা।
বিডিও সমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে সচেতন করেন দোকানের পাশে নোংরা ফেলার জায়গা রেখে দেওয়ার জন্য, এবং ওই জায়গায় নোংরা আবর্জনাগুলো ফেলার নির্দেশ দেন।
এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এলাকাবাসীর মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। স্থানীয়রা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এরকম কর্মসূচির আরও আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল জেলার প্রাণকেন্দ্র বহরমপুর শহর

সজিবুল ইসলাম ও আসিফ রনি ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে বুধবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহর সাক্ষী থাকল এক ঐতিহাসিক জমায়েতের। ওলামায়ে হিন্দের ডাকে মুসলিম সংগঠনের সহযোগিতায় টেক্সটাইল মোড়ে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সভাস্থল। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল আসতে শুরু করে, আর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমায়েত ক্রমেই বাড়তে থাকে।
ওয়াকফ আইন নিয়ে সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে তীব্র বিতর্ক হয়। আইনটি পাশ হওয়ার পর দেশজুড়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সংগঠনের নেতাদের দাবি, এই আইন সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও সম্পত্তিগত অধিকার হরণ করবে। বক্তারা অভিযোগ করেন, এই আইনের মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বেড়ে যাবে, যা সংবিধান বিরুদ্ধ। এদিনের সভায় মাওলনা নাজমুল হক বক্তব্য দিতে গিয়ে কেন্দ্র সরকার কে একাধিক ভাষায় আক্রমন করে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করেন সকল বক্তা। একই ভাবে ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের নেতা আব্দুর রাজ্জাক কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে,বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিল বাতিল হচ্ছে তখন পর্যন্ত আমরা আন্দোল করেই যাবো। প্রয়োজন হলে কলকাতা বা দিল্লির রাজ পথে গিয়ে আন্দোলন করবো।অন্য দিকে বিধায়ক হুমায়ন কবির বলেন আমি ব্যক্তি গত ভাবে আইনজীবী দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করা জন্য প্রস্তুত নিয়েছি।আর এই বিলের বিরুদ্ধে সব রকম আন্দোলনে পাশে থাকবো বলে জানান। বহরমপুর থানার তরফে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সভাস্থলে। উপস্থিত ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ও বড় সংখ্যক পুলিশ কর্মী। তবে সভা শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।
জঙ্গিপুরের অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেনো না হয় সেই জন্য সকলের কাছে বিশেষ আবেদন জানান আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাই সময়ের আগেই সভা শেষ করে দেওয়া হয়। ওলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে আগামী দিনেও রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। এই আন্দোলন কতদূর গড়ায়, সেদিকে এখন নজর সাধারণ মানুষের।
সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওলনা নাজমুল হক,মাওলনা আব্দুর রাজ্জাক,মাওলনা মোজাফফর খান সহ মুসলিম সম্প্রদায়ের একাধিক নেতৃত্ব গণ।
ছবি: সাবের আলি

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, মুরারই বিডিও অফিসে ডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের ওয়াকফ সংশোধিত কালা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পথে নামে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে। সংশোধিত ওয়াকফ বিল পাস হতেই তার বিরোধিতা এবং বিল বাতিলের দাবিতে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, মিছিল সহ নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সেরূপ বুধবার মুরারই বাজার এলাকায় বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান সম্বলিত প্লেকার্ড ব্যানার সহযোগে পদযাত্রা বের হয় সেফ ওয়াকফ কমিটির ডাকে। পরবর্তীতে মুরারই ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়ে ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সংগঠনের বক্তব্য কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এবং ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবি জানিয়ে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। যেটা জেলা শাসক সহ ধাপে ধাপে তথা প্রশেস অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই স্মারকলিপি প্রদান। এদিন লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জন চাপে সরকার যেন ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার করে তার জন্যই এই কর্মসূচি। জনতার চাপে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন কৃষি বিল থেকে পিছিয়ে আসে। অনুরূপ সেরূপ আন্দোলনের গতি বাড়িয়ে তোলা হবে এক্ষেত্রেও সরকারকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করবে। আগামীতে ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করা হবে। অনুরূপ ভাবে মহম্মদবাজার থানার সোতসাল গ্রামে ও ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।

হাওড়ায় শিক্ষক বাঁচাও,ওয়াকফ বাঁচাও মিছিল আইএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের জগৎবল্লভপুর ব্লক কমিটির উদ্যোগে ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে এবং যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির পুনর্বহালের দাবিতে হাওড়ার বড়গাছিয়া ধর্মতলা থেকে লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত একটি মিছিল বের হয়। এই শিক্ষা বাঁচাও-শিক্ষক বাঁচাও সংবিধান বাঁচাও-ওয়াকফ বাঁচাও মিছিলে দলের কয়েকশো সমর্থক পথে নেমে সোচ্চার হন। মিছিল শেষে এক পথসভায় দলের অফিস সম্পাদক নাসিরউদ্দিন মীর কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধান বিরোধী ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে পথে নেমে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে আগামী ১৪ এপ্রিল কলকাতায় দলের চেয়ারম্যান পীরজাদা নওসাদ সিদ্দিকী যে মহামিছিলের ডাক দিয়েছেন সেখানে সবাইকে সামিল হওয়ার আহবান জানান। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জগৎবল্লভপুর ব্লকের আহ্বায়ক রিয়াজ মল্লিক, মধ্য হাওড়ার আহ্বায়ক নাসির খান, স্টুডেন্ট ফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক সেখ সাবির এবং আইএসএফের স্থানীয় পঞ্চায়েতের জয়ী সদস্যবৃন্দ প্রমুখ। এদিকে, অসাংবিধানিক ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে, রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে এসএসসি'র যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে ও দুর্নীতিগ্রস্তদের চরম শাস্তির দাবিতে গতকাল নদীয়া জেলার হরিণঘাটা বিধানসভা এলাকায় বিশাল এক মিছিল বের হয়। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের হরিণঘাটা বিধানসভা কমিটি এই মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা নেতৃত্বের পক্ষে মহিবুল রহমান ও হরিণঘাটা ব্লকের নেতৃবৃন্দ।
মিছিলটি হরিণঘাটা বিডিও অফিস মোড় থেকে ডাকবাংলোর মাঠ পর্যন্ত যায়।

সম্মানের সঙ্গে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে বিক্ষোভ বাঁকুড়া শহরে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ওয়েব সাইটে ও.এম.আর শীটের 'মিরর ইমেজ প্রকাশ' ও 'সম্মানের সঙ্গে চাকরিতে পুনর্বহালে'র দাবিতে সুপ্রিম নির্দেশে চাকরিহারা শিক্ষকদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলো বাঁকুড়া শহর। বুধবার শহরের কৃষক বাজার থেকে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরে মিছিল করে যাওয়ার পথে চার্চ মোড়ে অবরোধ করেন তাঁরা। দিনের ব্যস্ততম সময়ে চাকরিহারা শিক্ষকদের এই অবরোধে ব্যাপক যানযটের সৃষ্টি হয়। অবরোধকারীদের পক্ষে চাকরিহারা শিক্ষক আশীষ পতি, রাহুল মণ্ডল বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'অযোগ্য' শিক্ষকদেরও পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন, যা যথেষ্ট দুঃখজনক। অনেক পর্যায় অতিক্রম করে আমরা শিক্ষকতার চাকরীতে যোগ দিয়েছিলাম। এখন আর কোন অবস্থাতেই তারা কেউই অগ্নিপরীক্ষা দেবেননা। অবিলম্বে ওয়েবসাইটে 'ও.এম.আর শীটের মিরর কপি' প্রকাশ ও সসম্মানে চাকরীতে যোগদানের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন তারা চালিয়ে যাবেন বলেও জানান।

চাকরিহারাদের উপর লাঠিচার্জ করায় প্রতিবাদ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: কলকাতায় শিক্ষকদের উপর পুলিশি লাঠি চার্জের অভিযোগে প্রতিকী পথ অবরোধ ও মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠল বোলপুর। উল্লেখ্য, কলকাতায় শিক্ষকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগের প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় বোলপুর টুরিস্ট লজ মোড়ে মিছিল ও প্রতিকী পথ অবরোধ। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন বোলপুর সহ বিভিন্ন এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা। তাদের দাবি যারা যোগ্য শিক্ষক তাদের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে। পাশাপাশি নিজেদের দাবি নিয়ে যাওয়া চাকরি হারা শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের শাস্তি দিতে হবে।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে পথসভা যুগদিয়ায়

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ সভা হিলফুল ফুজুল সংগঠন যুগদিয়ার তরফ থেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের যুগদিয়া বেনিপুর হসপিটাল মোড়ে। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট ব্লক জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সম্পাদক মাওঃ ওলিউল্লাহ সাহেব, মাওলানা হাবিবুর রহমান, আইনজীবী সারফরাজ আহমেদ, মুফতি আব্দুল কাদের সাহেব, মাওলানা ফরিদুল ইসলাম, মাওলানা অলিউল্লাহ সাহেব, মুফতি জলিল সাহেব,হিলফুল ফুজুল সংগঠনের সম্পাদক এইচ এম মারগুবুল ইসলাম সাহেব, সভাপতি মুফতি জাকারিয়া সাহেব সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রথম নজর

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে শীর্ষে সৌদি

আপনজন ডেস্ক: স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান-সেন্টার্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এইচএআই) কর্তৃক প্রকাশিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সূচক প্রতিবেদন ২০২৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৌদি আরব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় একটি নতুন বৈশ্বিক মাইলফলক অর্জন করেছে।
নারী-পুরুষ অনুপাতের ভিত্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় চাকরি বৃদ্ধি, প্রতিভা আকর্ষণ এবং শীর্ষস্থানীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলের উন্নয়নেও দেশটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।
স্ট্যানফোর্ড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সূচক বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বর্তমান অবস্থা এবং উদীয়মান প্রবণতা বুঝতে চাওয়া নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি বিশ্বস্ত আন্তর্জাতিক রেফারেন্স।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে সৌদি আরব বিশ্বব্যাপী প্রথম স্থান অধিকার করেছে, যা প্রযুক্তি খাতে নারীর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রচারের লক্ষ্যে উচ্চাভিলাষী জাতীয় নীতি ও উদ্যোগের সাফল্যকে প্রতিফলিত করে। এই অর্জন সৌদি ভিশন ২০৩০-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং পেশাদার উন্নয়ন উদ্যোগ দ্বারা সমর্থিত, যা রাজ্যের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাস্তুতন্ত্রে নারী প্রতিভার উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছে।
২০২৪ সালে এআইভিত্তিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সৌদি আরব বিশ্বব্যাপী তৃতীয় এবং শীর্ষস্থানীয় এআই মডেলের সংখ্যায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ফ্রান্স, কানাডা এবং কোরিয়ার পাশাপাশি উন্নত এআই মডেল প্রকাশকারী সাতটি দেশের মধ্যে সৌদি আরব রয়েছে।

আবুধাবিতে দুর্লভ নীল হীরার প্রদর্শনী, নজর কাড়ছে সবার

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি শহরে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্লভ হীরার একটি অনন্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে কিছু অত্যন্ত মূল্যবান এবং বিরল হীরা, যার মধ্যে অন্যতম একটি হল 'মেডিটেরেনিয়ান ব্লু' নামক একটি ১০.৩ ক্যারেটের নীল হীরা। এটি বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে মূল্যবান নীল হীরা হিসেবে পরিচিত। হীরা প্রেমিকদের জন্য এটি এক অনুপম অভিজ্ঞতা, যেখানে মূল্যবান রত্নের সমাহার দেখা যাচ্ছে, যা ইতিমধ্যেই নজর কাড়ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছে ৮ এপ্রিল, এবং এটি চলবে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত। সোথেবিসের আয়োজনে আবুধাবির বাসাম ফ্রেইহা আর্ট ফাউন্ডেশনে দুই দিনব্যাপী এই আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দুর্লভ হীরা সংগ্রহের একটি ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা প্রদান করা। হীরা প্রেমিক এবং সংগ্রাহকদের জন্য এটি একটি অসাধারণ সুযোগ, যেখানে তারা এই বিরল রত্নগুলো দেখতে এবং কদর করতে পারবেন। এমনকি, প্রদর্শনীটি সেখানকার ব্যবসায়ী ও সংগ্রাহকদের জন্যও এক বিশেষ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই প্রদর্শনীতে মোট আটটি দুর্লভ হীরা প্রদর্শিত হচ্ছে, যার সম্মিলিত ওজন ৭০০ ক্যারেটের বেশি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত এবং আকর্ষণীয় হীরা হল 'মেডিটেরেনিয়ান ব্লু' নামের ১০.৩ ক্যারেটের নীল হীরা, যার মূল্য প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার বেশি। সোথেবিস এই হীরাটিকে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীল হীরা বলে অভিহিত করেছে। এর কাটিংও অত্যন্ত সুদক্ষভাবে করা হয়েছে, যা হীরাটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
সোথেবিসের উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের প্রধান কুইগ ব্রুনিং জানিয়েছেন, 'এই হীরাগুলো সাধারণ নয়, প্রতিটিই এককথায় অনন্য। এসব হীরা বিশেষজ্ঞদের হাতে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তৈরি করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'আবুধাবিতে এমন অনেক সংগ্রাহক আছেন যারা এই মানের দুর্লভ হীরা কিনতে প্রস্তুত আছেন, তাই এখানে এই প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।'

যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় দেবে ইন্দোনেশিয়া

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের বর্বর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ফিলিস্তিনিদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দিতে চায় ইন্দোনেশিয়া।
বুধবার বিশ্বের বৃহত্তম এই মুসলিম দেশের প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো এই আগ্রহের কথা জানান।
তিনি বলেছেন, প্রথম ধাপে যুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত গাজার এক হাজার ফিলিস্তিনিকে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে তার দেশ।
বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও তুরস্কে সরকারি সফর শুরু করেছেন ইন্দোনেশিয়ার এই প্রেসিডেন্ট।
প্রাবোও বলেছেন, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ফিলিস্তিনিদের কীভাবে ইন্দোনেশিয়ায় সরিয়ে নেওয়া যায়, সেই বিষয়ে তিনি দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফিলিস্তিনি ও অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমরা আহত ও যুদ্ধের কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও এতিমদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত। ভুক্তভোগীরা আঘাত থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা এবং গাজার পরিস্থিতি তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য নিরাপদ হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে ইন্দোনেশিয়ায় থাকতে পারবে।
ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংকটের দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের পক্ষে ইন্দোনেশিয়া। গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সেখানে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে দেশটি।

গাজা এক মৃত্যুপুরী, বেসামরিক নাগরিকরা অন্তহীন মৃত্যুর চক্রে বন্দি: আন্তোনিও গুতেরেস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা আজ যেন এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। সেখানে প্রতিদিনই নিহত হচ্ছে অসংখ্য বেসামরিক মানুষ, যারা যুদ্ধ চায়নি, শুধু বাঁচতে চেয়েছিল। টানা ১৮ মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলের চালানো সামরিক আগ্রাসনে নিহত হয়েছেন প্রায় ৫১ হাজার ফিলিস্তিনি। একইসঙ্গে গাজাকে ঘিরে রাখা হয়েছে কড়া অবরোধে, যেখানে খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি কিংবা আশ্রয়ের কোনো সুব্যবস্থা নেই। এই অবর্ণনীয় পরিস্থিতিকে "অন্তহীন মৃত্যুর চক্র" হিসেবে বর্ণনা করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।
মঙ্গলবার (৮ এপ্রিল) বার্তাসংস্থা আনাদোলুর এক প্রতিবেদনে জাতিসংঘ প্রধানের এই বক্তব্য উঠে আসে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দেওয়া এক সংবাদ সম্মেলনে গুতেরেস বলেন, "এক মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজায় এক ফোঁটাও সাহায্য প্রবেশ করেনি। খাবার নেই, জ্বালানি নেই, ওষুধ নেই–এটাই গাজার নির্মম বাস্তবতা।" তিনি আরও বলেন, "ত্রাণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মানবিক বিপর্যয়ের দরজা আবার খুলে গেছে। গাজা এখন এক মৃত্যুপুরী, যেখানে বেসামরিক নাগরিকরা অন্তহীন মৃত্যুর ফাঁদে আটকে পড়েছে।"
গুতেরেস তার বক্তব্যে জেনেভা কনভেনশনের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, যেকোনো দখলদার শক্তিকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে জনস্বাস্থ্য, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু ইসরায়েল এই আইন লঙ্ঘন করছে। তিনি বলেন, "দখলদার শক্তি হিসেবে ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং মানবিক আইন অনুসারে স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু আজ তা মানা হচ্ছে না।" গাজায় সাহায্য পাঠাতে আগ্রহী অনেক সংস্থা হলেও, ক্রসিং পয়েন্টে খাদ্য, ওষুধ ও আশ্রয়সামগ্রী আটকে আছে। এসব সহায়তা নাগরিকদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না।
জাতিসংঘ মহাসচিব গাজার ত্রাণকর্মীদের 'বীর' হিসেবে আখ্যা দেন, যারা জীবন বাজি রেখে সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। গুতেরেস মনে করেন, মানবিক বিরতির মাধ্যমে বন্দি বিনিময় ও ত্রাণ সরবরাহ সম্ভব হয়েছিল। তাই একটি কার্যকর যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনীয়তা এখন সবচেয়ে বেশি। তিনি বলেন, "যুদ্ধবিরতি ভালো ফল আনে, মানবতা রক্ষা করে।" এদিকে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসনে ভেঙে গেছে। ১৮ মার্চ থেকে চালানো নতুন হামলায় ১,৪০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও ৩,৬০০ জনের বেশি।

বিশ্বের শীর্ষ ধনী শহরের তালিকায় স্থান পেল দুবাই

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের শীর্ষ ২০ ধনী শহরের তালিকায় প্রবেশ করেছে দুবাই। শুধু তাই নয়, আরব বিশ্বের শীর্ষ ধনী শহরের তকমাও অর্জন করেছে তেল উৎপাদনের শহরটি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক কেন্দ্রে হিসেবে পরিচিত এই শহরটিতে বর্তমানে বসবাস করছেন ৮১ হাজার মিলিয়নিয়ার (অন্তত ১০ লাখ ডলারের মালিক), ২৩৭ জন সেন্টি মিলিওনিয়ার (যাদের সম্পদের পরিমাণ ১০ কোটি ডলারের বেশি) এবং ২০ জন বিলিওনিয়ার (যাদের সম্পদের পরিমাণ ১০০ কোটি ডলার কিংবা তার বেশি)। ব্রিটেনভিত্তিক বিনিয়োগ ও আবাসন বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মঙ্গলবার 'ওয়ার্ল্ড ওয়েলদিয়েস্ট সিটিস রিপোর্ট ২০২৪' নামে একটি প্রতিবেদেনে এমনটি জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের ধনীতম ২০ শহরের মধ্যে দুবাইয়ের অবস্থান ১৮তম।
বস্তুত, বছরের পর বছর ধরে বিনিয়োগ, বাণিজ্য অন্যতম কেন্দ্রস্থল দুবাই। এ কারণে বৈশ্বিক ধনকুবেররাও ভিড় করেন দুবাইয়ে। তাদের অনেকে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসও করছেন।
মঙ্গলবারের প্রতিবেদনে হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স জানিয়েছে, গত এক দশকে দুবাইয়ে ধনকুবেরদের যাতায়াত ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বেড়েছে ১০২ শতাংশ। বিশ্বের অন্য কোনো শহরে মাত্র এক দশকে এই মাত্রায় ধনীদের যাতায়াত ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধির রেকর্ড নেই বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

সুদানের ওমদুরমানে আরএসএফের হামলায় নিহত শতাধিক

আপনজন ডেস্ক: সুদানের চলমান গৃহযুদ্ধ দিন দিন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। দেশটির রাজধানী খার্তুমের কাছাকাছি শহর ওমদুরমানে প্যারামিলিটারি বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর সাম্প্রতিক হামলায় নারী ও শিশুসহ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় চিকিৎসকরা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশে মানুষের জীবন আজ ভীষণ অনিশ্চয়তার মুখে।
গত এক সপ্তাহ ধরে ওমদুরমানের দক্ষিণাঞ্চলের জামাইয়া এলাকায় আরএফএস'র ধারাবাহিক হামলায় এই নিহতের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে সুদান ডক্টরস নেটওয়ার্ক নামের একটি চিকিৎসক সংগঠন। এই তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৮ এপ্রিল) গণমাধ্যমে বিষয়টি উঠে আসে। যদিও এ প্রতিবেদন সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনী বা আরএফএস-এর পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
তবে একই দিনে সুদানের সেনাবাহিনী পশ্চিম ওমদুরমানে বড় ধরনের অগ্রগতি অর্জন করেছে। তারা ওমবাদ্দা এলাকার একটি বাসাবাড়ি কমপ্লেক্স ও একটি বাজার আরএফএস-এর কাছ থেকে পুনর্দখল করে। স্থানীয় কারারি প্রতিরোধ কমিটির তথ্য অনুযায়ী, সেনাবাহিনী একটি সামরিক ক্যাম্পও পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, সেনা সদস্যরা পুনরুদ্ধারকৃত এলাকাগুলোতে অবস্থান নিচ্ছেন।
গত ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনী ও আরএফএস-এর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলছে, যাতে এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে প্রায় ২০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছে ১.৫ কোটি মানুষ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক গবেষণা বলছে, প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা ১.৩ লাখের কাছাকাছি হতে পারে।
সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনী খার্তুমসহ বিভিন্ন রাজ্যে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছে–যার মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস, বিমানবন্দর ও সামরিক ঘাঁটিসমূহ।

সিরিয়া ইস্যুতে চুক্তি করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সাথে এক বৈঠকে প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, সিরিয়া নিয়ে আমেরিকা, ইসরাইল এবং তুরস্ক একসাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। 'তুরস্কের সাথে আপনার যে কোনও সমস্যা থাকলে, আমি মনে করি আমরা সমাধান করতে পারি, যতক্ষণ আপনি যুক্তিসঙ্গত হন, আপনাকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে,' তিনি নেতানিয়াহুকে বলেন, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেপ এরদোগানের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে বলেও তিনি জোর দিয়ে জানান।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন যে তার তুর্কি সমকক্ষের সাথে কথোপকথনের সময়, তিনি তাকে "সিরিয়ার দখল" করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন, যা "২,০০০ বছরে কেউ করেনি" এমন কিছু অর্জন করেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে, সশস্ত্র বিরোধী ইউনিটগুলি আলেপ্পো এবং ইদলিব প্রদেশে সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর অবস্থানগুলিতে একটি বৃহৎ আকারের আক্রমণ শুরু করে, বেশ কয়েকটি প্রধান শহর দখল করে। ৮ ডিসেম্বর, তারা দামেস্কে প্রবেশ করে, যার ফলে সরকারি বাহিনী রাজধানী থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। বাশার আসাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং দেশ ছেড়ে চলে যান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কনসার্ট চলাকালেই ধসে পড়ল নাইটক্লাবের ছাদ, প্রাণহানি বেড়ে ১১৩

আপনজন ডেস্ক: ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সান্তো ডোমিংগোর একটি জনপ্রিয় নাইটক্লাবের ছাদ ধসে প্রাণহানি বেড়ে ১১৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৫৫ জন।
ভয়াবহ এ দুর্ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত ১২টা ৩৪ মিনিটে। দেশটির জনপ্রিয় মেরেঙ্গু শিল্পী রুবি পেরেজ ওই সময় সেখানে পারফর্ম করছিলেন।
দেশটির জরুরি সেবাবিষয়ক পরিচালক জেনারেল হুয়ান ম্যানুয়েল মেনডেজ জানিয়েছেন, জেট সেট (Jet Set) নামক নাইটক্লাবটিতে ওই সময় কনসার্ট চলছিল। এ সময় ছাদটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ধসে পড়ে।
পুলিশ ও উদ্ধারকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে অভিযান চালাচ্ছে। তারা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে তৎপর রয়েছে।
প্রেসিডেন্ট লুইস আবিনাদের এক বিবৃতিতে বলেন, 'জেট সেট নাইটক্লাবে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, এতে আমরা গভীর সমবেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা শুরু থেকেই ঘটনাটির প্রতিটি মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করছি। সবগুলো উদ্ধার সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে আছি এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করছি'।
এদিকে নিহতদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক মেজর লিগ বেসবল (MLB) খেলোয়াড় অক্টাভিও ডোটেল (৫১) ও টনি ব্ল্যাঙ্কো (৪৪)।
উদ্ধারকারীরা ডোটেলকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলেন। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন দেশটির জরুরি সেবার প্রধান কর্নেল র‍্যান্ডলফো রিজো গোমেজ।
ডোটেল ১৩টি এমএলবি দলের হয়ে খেলেছেন। এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক মেটস অন্যতম। দলটি এ ঘটনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করে সমবেদনা জানিয়েছে।
অন্যদিকে টনি ব্ল্যাঙ্কো ওয়াশিংটন ন্যাশনালসসহ জাপান ও ডোমিনিকানের হয়ে খেলেছেন। ডোমিনিকান ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'তার অবদান জাতীয় বেসবলের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে'।
এছাড়াও মন্তেক্রিস্তির গভর্নর নেলসি মিলাগ্রোস ক্রুজ মার্টিনেজও এ দুর্ঘটনায় নিহত হন। তিনি সম্পর্কে এমএলবি তারকা নেলসন ক্রুজের আপন বোন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০০মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৮	৫.২০
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০০	
এশা	৭.১০	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

ব্রিটেনে প্রথম ইউনিভার্সাল থিম পার্ক তৈরির ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের বেডফোর্ডশায়ারে ইউরোপের প্রথম ইউনিভার্সাল ব্র্যান্ডের থিম পার্ক ও রিসোর্ট নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার একে 'ঐতিহাসিক' দিন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। স্কাই নিউজ বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, ২০৩১ সালে পার্কটি চালু হলে এটি যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

থাইল্যান্ডে রাজতন্ত্র অবমাননার জন্য মার্কিন শিক্ষক গ্রেপ্তার

আপনজন ডেস্ক: পল চেম্বার্স নামের ওই মার্কিন নাগরিক উত্তর থাইল্যান্ডের নরেসুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। দেশের রাজতন্ত্রকে অবমাননার জন্য মঙ্গলবার এক মার্কিন নাগরিককে গ্রেপ্তার করে থাইল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ। পল চেম্বার্স নামের ওই মার্কিন নাগরিক উত্তর থাইল্যান্ডের নরেসুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। ব্যাংকক থেকে ৩৬০ কিমি দূরে উত্তরাঞ্চলের পিটসানুলোকের একটি পুলিশ স্টেশনে প্রথমে রিপোর্ট করেন চেম্বার্স। এরপর গ্রেপ্তার হন তিনি। গত সপ্তাহে থাই সামরিক বাহিনীর করা একটি অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে ডেকে পাঠায়।
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পিটসানুলোকের এক পুলিশ জানান, মূলত দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হন ওই মার্কিন নাগরিক। থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্রকে অবমাননার পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে অনলাইন অপরাধেরও অভিযোগ ওঠে। মানবাধিকার আইনজীবীদের সংস্থা থাই লইয়ার্স ফর হিউম্যান রাইটসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুনানি পূর্ববর্তী গ্রেপ্তারির জন্য চেম্বার্সকে পিটসানুলোক প্রভিন্সিয়াল আদালতে তোলা হয়েছিল। ওই সংস্থা থেকেই চেম্বার্সের হয়ে লড়বেন আইনজীবী ওয়ানাপাট জেনরুমজিট।
তিনি জানিয়েছেন, একটি অনলাইন সেমিনারকে কেন্দ্র করে এই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। উনি ওই সেমিনারে বক্তা ছিলেন।

চীনে হেবেই প্রদেশের নার্সিং হোমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিহত ২০

আপনজন ডেস্ক: চীনে একটি নার্সিং হোমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় হেবেই প্রদেশের চেংদে শহরে অগ্নিকাণ্ড ও প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটে। বুধবার (৯ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
বার্তাসংস্থাটি বলছে, বুধবার চীনের উত্তরাঞ্চলে একটি নার্সিংহোমে আগুন লেগে ২০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে সিনহুয়া জানিয়েছে, ৮ এপ্রিল স্থানীয় সময় রাত ৯টায় হেবেই প্রদেশের চেংদে শহরে আগুন লাগার এই ঘটনা ঘটে।
নার্সিংহোমের বাকিদের আরও পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে তাদেন সংখ্যা ঠিক কত তা উল্লেখ করেনি সিনহুয়া। অগ্নিকাণ্ডের কারণ তদন্ত করতে বিশেষজ্ঞরা নার্সিংহোমে গেছেন বলে চীনা এই সংবাদ সংস্থাটি জানিয়েছে।

মানবসেবায় নিয়োজিত সারা দেশের অনন্য এক আদর্শ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান
সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর ২০২৫-এর উপহার
RDMC
আবাসিক ও অনাবাসিক
Rahamania Deeniyat Muallima College (Regd. 7379/10)
A unit of Sehrabazar Rahmania Welfare Trust
ইসলামিক শিক্ষা: কুরআন, হাদিস, আক্বইদ, মাসাইল, সুন্নতি তরবিয়ত, ভাষা (আরবি ও উর্দু)
Education ■ Enrichment ■ Empowerment
আধুনিক শিক্ষা: কম্পিউটার, হোম ম্যানেজমেন্ট, নিউট্রিশন, বেসিন হেলথ সায়েন্স, টিচিং মেথডোলজি, চাইল্ড সাইকোলজি

ভর্তির জন্য যোগ্যতা: ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ
ফর্ম দেওয়া চলছে: ফর্মের মূল্য ১০০ টাকা
প্রবেশিকা পরীক্ষা: ১২এপ্রিল, ২০২৫ ভর্তি শুরু: ২২এপ্রিল, ২০২৫ ক্লাস শুরু: মে মাসের শেষ সপ্তাহ, ২০২৫
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন
হাজী বদরুল আলম (সভাপতি) 9475354307 ■ হাজী কুতুবুদ্দিন (সম্পাদক) 9667045220 ■ মোল্লা সফিকুল ইসলাম (সহ-সম্পাদক) 9434251617 ■ হাজী আশরাফ আলী (সহ-সম্পাদক) 9732027178 ■ মোল্লা মিনহাজউদ্দিন আহমেদ (প্রশাসক) 9093799737 ■ সেখ সফিউল ইসলাম (সহযোগী সম্পাদক) 9332659795

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৯৬ সংখ্যা, ২৬ চৈত্র ১৪৩১, ১১ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

দক্ষতা আলোর মতো

এই পৃথিবীতে অপ্রয়োজনে কেহ অন্য কাহারো ভার বহন করিতে চাহে না। আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আরব্য রজনির সিন্দবাদ ও এক বৃদ্ধের কাহিনি। সিন্দবাদ যখন জাহাজডুবির পর একটি দ্বীপে একা আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন একটা ছোট্ট জলপ্রপাতের সাঁকোর নিকট প্রায় উলঙ্গ একজন মানুষকে দেখিতে পান। সিন্দবাদ ভাবিলেন, তাহার মতোই করিৎকর্মা কেহ হইবে যিনি হয়তো জাহাজডুবির পর সর্বস্ব খুয়াইয়া ঐ দ্বীপে আটকা পড়িয়াছেন।

লোকটি সিন্দবাদকে বুঝাইলেন, তাহার চলচ্ছক্তি নাই। তিনি সিন্দবাদকে বলিলেন, তাহার খুব পানির তিষ্টা পাইয়াছে। সিন্দবাদ যেন তাহাকে কাঁধে তুলিয়া ঐ দ্বীপের একটি ঝরনার নিকট লইয়া যায়। সমব্যথী হইয়া সিন্দবাদ তাহাকে কাঁধে তুলিলেন। এবং তাহার পরে সিন্দবাদের কী অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমরা সকলেই জানি। ঐ লোকটি সিন্দবাদের কাঁধ হইতে আর নামিতেই চাহিল না। সেই যে সিন্দবাদের কাঁধে উঠিয়া লৌহশক্ত হাতে তাহার গলা ঐ লোকটি এমনভাবে আঁকড়াইয়া রাখিল যে, সিন্দবাদ যেন দমবন্ধ হইয়াই মরিয়া যাইবার অবস্থা হইল। অতঃপর বিশেষ কৌশলে সেই লোকটিকে মারিয়া তাহার ভার মুক্ত হইতে হইল সিন্দবাদকে।

সুতরাং ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, এই পৃথিবীতে অপ্রয়োজনে কিংবা নিজেকে বিপদে ফেলিয়া কেহ কাহারো ভার বহন করে না। কি চাকরি, কি ব্যবসায়-বাণিজ্য, কি সমাজসংসার, রাষ্ট্র-সকল স্থানেই নিজেকে প্রয়োজনীয় ও যোগ্য হিসাবে প্রমাণ করিতেই হয়। যিনি নিজেকে প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না তিনি অপাঙ্ক্তেয় হইয়া পড়িবেন। নিজেকে যোগ্য করিয়া তুলিবার সবচাইতে বড় উপায় হইল-নিজের কাজ নিজে যথাযথভাবে করা। মার্টিন লুথার কিংয়ের একটি উক্তি আমরা এই ক্ষেত্রে স্মরণ করিতে পারি- 'আমরা প্রত্যেকে এক অপরিহার্য সমঝোতার জালে জড়াইয়া আছি, যাহার প্রতিটি সুতা একটি আরেকটির সহিত জুড়িয়া আছে।' আসলে এইখানে অপরিহার্যতা। যদি সেই সমঝোতা ও কাজের সুতা ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে আর অপরিহার্যতা থাকে না। আবার এই রকমও আছে যে, অনেকে নিজেকে জোর করিয়া অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনো তাহা ভাবিতে পারেন না। একজন খেলোয়াড় বিখ্যাত হইবার পূর্বেই কোচের নিকট আক্ষেপ করিতেছিলেন যে, সংবাদমাধ্যম তাহাকে গুরুত্ব দেয় না। কোচ বলিয়াছিলেন, 'আগে দারুণ পারফরম করিয়া দেখাও, দেখিবে তখন পাপ্পারাজ্জির মতো সাংবাদিকরা তোমাকে দুরবিন দিয়া খুঁজিবে।

সুতরাং বর্তমান এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ সময়ে নিজের দক্ষতা প্রমাণের কোনো বিকল্প নাই। সময়ের সহিত তাল মিলাইতে হইলে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে অবিরাম যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মতৎপরতা বাড়াইতে হয়। সময়ের পরিবর্তন হইতেছে, চাহিদারও পরিবর্তন হইতেছে, পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজনীয়তারও পরিবর্তন হইতেছে। আর শেষ কথা হইল-বৃক্ষের পরিচয় তাহার ফলে। একজন অযোগ্য ব্যক্তি যত পরিকল্পনাই করুন না কেন, যত সুযোগসন্ধানীই হউন না কেন, যদি শেষ পর্যন্ত তিনি অযোগ্য ও অদক্ষ থাকেন-তাহার ছাপ তিনি এড়াইতে পারিবেন না। সুতরাং নিজেকে প্রকৃত দক্ষ করিয়া গড়িয়া তুলিবারও বিকল্প নাই। আর বিকল্প নাই পরিশ্রমেরও। এই জন্য ইংরেজিতে বলা হয়, 'লার্ন ইন জব অ্যান্ড লার্ন টু বি ইন দ্য জব'। অর্থাৎ চাকুরিতে শিখো এবং চাকরির জন্যও শিখো। এই ব্যাপারে কেহ যদি নিরলস কর্মঠ হন, তাহা হইলে তাহার মূল্যায়ন হইবে নিশ্চয়ই। সূর্য উঠিলে যেমন জগতের সকল কিছু আলোকিত হইয়া যায়, দক্ষতাও তেমনি আলোর মতো ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং সর্বিকভাবে নিজেকে যোগ্য ও কর্মতৎপর করিবার মাধ্যমে অপরিহার্য করিতে হয়। নচেৎ অযোগ্য অপ্রয়োজনীয় লোকের ভার সিন্দবাদের মতো কেহই বহন করিবে না। তাহাকে ঘাড় হইতে নামাইবেই-আজ অথবা আগামীকাল। ইহাই জগতের বাস্তবতা।

•••••••••••••

দেশজুড়ে এখন ঘৃণার বিষ

যখন সম্পাদক জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিভেদ কি আরও গভীর হচ্ছে?', তখন আমি তাৎক্ষণিকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণসহিংসতা ও গো-রক্ষা, যা আমাদের সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, এমনকি হিজাব, হালাল মাংস এবং লাউডস্পিকারে আজান নিয়ে তৈরি বিতর্কগুলি, যা সম্প্রতি আমাদের দেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রান্তিক করার জন্য কাজ করেছে, সেই হতাশাজনক পরিচিত শোকাবহ ঘটনাগুলির কথা ভাবিনি, যা নিশ্চিতভাবে তার প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেছে।' এমনটাই বলেছেন লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। লিখেছেন **শশী থারুর**।

যখন সম্পাদক জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিভেদ কি আরও গভীর হচ্ছে?', তখন আমি তাৎক্ষণিকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণসহিংসতা ও গো-রক্ষা, যা আমাদের সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, এমনকি হিজাব, হালাল মাংস এবং লাউডস্পিকারে আজান নিয়ে তৈরি বিতর্কগুলি, যা সম্প্রতি আমাদের দেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রান্তিক করার জন্য কাজ করেছে, সেই হতাশাজনক পরিচিত শোকাবহ ঘটনাগুলির কথা ভাবিনি, যা নিশ্চিতভাবে তার প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেছে।' এমনটাই বলেছেন লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

ভারতের পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এবং অল ইন্ডিয়া প্রফেশনাল্স কংগ্রেস-এর চেয়ারম্যান থারুর ইন্ডিয়া টুডে-এর একটি কলামে আরও বলেছেন, 'এর পরিবর্তে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে আমার নজরে আসা তিনটি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ঘটনার কথা আমাকে ভাবিত করেছে, যা সরাসরি বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। অন্তত, আমার দৃষ্টিতে।

ভারতের জাতিগত বিভেদ সম্পর্কে শশী থারুরের পর্যবেক্ষণটি নিচে তুলে ধরা হল:

প্রথম ঘটনা: সম্প্রতি জয়পুরে, একজন স্বর্ণকেশী লেবানিজ মহিলার সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে, যিনি ১৫ বছর ধরে হস্তশিল্প এবং গহনা ব্যবসা করতে ভারতে আসছিলেন। দৃশ্যত বিদেশী বলে মনে হলেও, অতীতে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হত। যখন সে নিজেকে নুর নামে পরিচয় দিত, তখন লোকেরা বলত, 'ওহ, কী সুন্দর নাম! ভারতে আমাদের একই নাম! আমরা জানি এর অর্থ আলো!'

ইদানিং, নূর বলেছেন সবকিছু বদলে গেছে। যখন তিনি বলেন তার নাম নুর, তখন তার প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে হয়, 'ওহ, তুমি মুসলিম?' প্রশ্ন এবং প্রশ্নের সুরই সবটা বলে দেয়। এখন তিনি নিশ্চিত নন যে, তিনি আর আগের মতো আসা-যাওয়া করবেন।

দ্বিতীয় ঘটনা: একজন প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, যিনি পাকিস্তান এবং ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তার কর্মজীবনে বাজপাখি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি আমাকে তার বন্ধু কাবুলের একজন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসকের কথা বলেছেন। তার দেশে তালেবানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে শল্যচিকিৎসক রাষ্ট্রদূতের উৎসাহে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের পুনরুত্থিত ইসলামী মৌলবাদ থেকে মুক্ত থাকার এবং পড়াশোনা করার জন্য ভারতে (পাকিস্তানে নয়!) পাঠিয়ে দেন।'

তারা গুরগাঁওয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন, একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করান। কিন্তু এক বছরের মধ্যে তারা বুঝতে পারেন যে এটি আর সেই ভারত নয়, যা শল্যচিকিৎসক তার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় মানসপটে রেখেছিলেন। সবচেয়ে বেদনাদায়ক আঘাতটি আসে, যখন তাদের শিশুদের বহতল ভবনের খেলার সাথীরা তাদের ঘোষণা করে, 'আমাদের বাবা-মা আমাদের বলেছেন তোমরা মুসলিম বলে তোমাদের সাথে না খেলতে।'

আমার রাষ্ট্রদূত বন্ধু, মানসিক ধাক্কা এবং হতাশায় জানান যে তিনি শল্যচিকিৎসককে পরামর্শ দিয়েছেন, 'তোমাদের সন্তানদের দুবাই বা লন্ডনে নিয়ে যাও। আমি লজ্জিত যে আমি তোমাকে আমার দেশে তাদের লালন-পালন করতে উৎসাহিত করেছি।'

তৃতীয় ঘটনা: জাতিসংঘে একজন অভিজ্ঞ ভারতীয় শান্তি আলোচক, যিনি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক সঙ্কটপূর্ণ স্থানে কাজ করেছেন, তিনি একটি আরব দেশে দাড়ি, পাগড়ি এবং কালাশনিকভ সজ্জিত একজন ইসলামী উগ্রপন্থীর সাথে উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠকে বসেছিলেন। তারা একটি কন্টকময় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। যদিও রমজান মাস ছিল, বরফ ভেঙে গেল, যখন উগ্রপন্থীটি জাতিসংঘের কর্মীকে সিগারেট সাধল, জ্বালিয়ে দিল উঠল, বিস্তর রসিকতা করল এবং হাসিতামাশা করল।

কিন্তু, যখন উগ্রপন্থীটি প্রায় স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর আপনি কোথা থেকে এসেছেন?' জাতিসংঘের কর্মকর্তা যখন বললেন 'ভারত', তখন আবহ তাৎক্ষণিকভাবে বদলে গেল। তিনি বললেন, 'ভারত? আমি শুনেছি আপনারা সেখানে মুসলমানদের সাথে কেমন আচরণ করছেন। বেরিয়ে যান জাতিসংঘের কর্মী, নইলে আপনার সাথে যা ঘটবে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না।'

জাতিসংঘের কর্মকর্তা পুনরায় বলার চেষ্টা করলেন যে উগ্রপন্থীকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, তার সাথে থাকা ইউরোপীয় জাতিসংঘের কর্মকর্তাও বললেন, কিন্তু উগ্রপন্থী শান্ত হলেন না। তিনি বললেন, তার সূত্র একাধিক ছিল, সে উগ্রপন্থী হতে পারে, কিন্তু সে বিশ্বের গণমাধ্যমে পড়েছে এবং দেখেছে। সভার দফারফা হয়ে গেল। ভারতীয় তার চামড়া বাঁচিয়ে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

কিন্তু, যখন উগ্রপন্থীটি প্রায় স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর আপনি কোথা থেকে এসেছেন?' জাতিসংঘের কর্মকর্তা যখন বললেন 'ভারত', তখন আবহ তাৎক্ষণিকভাবে বদলে গেল। তিনি বললেন, 'ভারত? আমি শুনেছি আপনারা সেখানে মুসলমানদের সাথে কেমন আচরণ করছেন। বেরিয়ে যান জাতিসংঘের কর্মী, নইলে আপনার সাথে যা ঘটবে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না।' জাতিসংঘের কর্মকর্তা পুনরায় বলার চেষ্টা করলেন যে উগ্রপন্থীকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, তার সাথে থাকা ইউরোপীয় জাতিসংঘের কর্মকর্তাও বললেন, কিন্তু উগ্রপন্থী শান্ত হলেন না। তিনি বললেন, তার সূত্র একাধিক ছিল, সে উগ্রপন্থী হতে পারে, কিন্তু সে বিশ্বের গণমাধ্যমে পড়েছে এবং দেখেছে।

এই তিনটিই সম্পর্কহীন এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আমার নজরে এসেছে দুই বা তিন সপ্তাহের ব্যবধানে, যা আমাদের সমাজে জাতিগত বিভাজন কতটা গভীর হয়েছে তা প্রকাশ করে।

সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের রাজনীতিতে যে বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে, যা বিষ ছড়িয়ে দেয়া অপশক্তির নির্বাচনী লাভের চেয়েও অনেক বেশি। এটি আমাদের সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছে, ভারতকে এমন কিছুতে পরিণত করেছে, যেটি কখনও ছিল না।

যা বদলেছে, তার চুলচেরা বিবরণ দেয়া যেতে পারে। এখন গণমাধ্যমগুলি থেকে এমন কিছু বলা হচ্ছে, এবং সামাজিক মাধ্যমগুলির দ্বারা সেগুলি রেকর্ড করা হচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে, যা অতীতে আপনার বসার ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালেও বলা অনুচিত বলে বিবেচিত হত। ধর্মান্ধতা প্রকাশ্যে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য এতটাই সাধারণ হয়ে উঠেছে যে, এখন আর তা নিয়ে কোনও সমালোচনা করা হয় না।

একটা সময় ছিল, যখন ভারতের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ স্থাপন করতে এবং এর পক্ষে জনসাধারণের সম্মতি প্রকাশ করতে তাদের চেষ্টার বাইরে চলে যেত। আজ, কর্তৃপক্ষ এই ধরনের বক্তব্যের নিন্দা করার জন্য খুব কমই আওয়াজ তোলে এবং যদি সহিংসতা ঘটে, তাহলে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না।

আমার শৈশবে, অমর আকবর অ্যান্থনির মতো চলচ্চিত্রের উপর বিনোদন কর মওকুফ করা হত, যেটিতে, শৈশবে বিচ্ছিন্ন তিনজন ছোট বাচ্চার গল্প ছিল যারা হিন্দু, মুসলিম এবং খ্রিস্টান হিসেবে বড় হয় এবং শেষে খারাপ লোকদের পরাজিত করার জন্য একত্রিত হয়। এখন, 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর মতো চলচ্চিত্রের উপর এটি মওকুফ করা হয়, যার প্রদর্শনের ফলে পৃষ্ঠপোষকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ে।

বিশ্ব একসময় যে ভারতবর্ষকে জানত, সেখানকার ভারতীয়দের প্রতি মুসলিম বিশ্ব জুড়ে সম্মান ও মর্যাদার সাথে আচরণ করা হত, বিশেষ করে এই কারণে যে, তাদেরকে এমন একটি দেশ হিসেবে দেখা হত, যেখানে মুসলমানরা গর্বের সাথে তাদের নিজের বলে মনে করত। আজ, ভারতীয়রা মুসলমানদের উপর নির্যাতন এবং ব্যাপক ইসলাম বিদ্বেষের সাথে যুক্ত।

একটা সময় ছিল, যখন আমরা বিদেশীদের কাছে গর্ব করতাম যে ভারতে ১৮ কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন তালেবান, আল-কায়েদা বা দায়েশের সাথে যোগ দিয়েছিল, কারণ ভারতীয় মুসলমানদের ভারতের সাথে তীব্র নাড়ির টান ছিল এবং এর সাফল্যে তাদের অংশীদারিত্ব ছিল।

আজ, আলোচনা বাড়ছে ক্রমশ ভীত এবং বিচ্ছিন্ন সংখ্যালঘুদের নিয়ে, যেখানেই বিকল্প থাকুক না কেন, মুসলমানরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার রাস্তা বেছে নিচ্ছে এবং অন্যরা ইসলামিক প্রচারের দ্বারা নয়, বরং ভারতে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উগ্রপন্থী হয়ে উঠছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এখন ধারণা করছেন যে চরমপন্থার প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন কেবল গভীরই হচ্ছে না, এটি আমাদের সমাজকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের সকলের জন্য অপ্রত্যাশিত পরিণতি এবং অকথ্য বিপদ ডেকে আনছে। জাতীয় সংহতির যুগের যবনিকা ঘটেছে। আমরা কেবল আশা করতে পারি যে, আমাদের শাসকরা জাতীয় ভাঙনের যুগ রোধ করার জন্য যথেষ্ট প্রজ্ঞা খুঁজে পাবেন।

সৌ: ইন্ডিয়া টুডে

আ. ফ. ম. ইকবাল

মুসলমানদের সামনে এখন যে পথ খোলা

ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়েছে। আইনে পরিণত হবার আনুষ্ঠানিকতাটুকু কেবল বাকি। স্বাক্ষরের জন্য এবার মহামহিম রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। তাঁর স্বাক্ষরের পর আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তিটি জারি করার মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হয়ে যাবে। এরইমধ্যে দেশের মুসলমান সমাজ প্রাথমিক পরীক্ষায় ব্যাপক সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিল পাশের পরদিন জুমার নামাজ উপলক্ষে প্রশাসন দেশের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে পুলিশ মোতায়েন করেছিল, আশঙ্কা ছিল, কোথায় কোন অঘটন ঘটে যায় ! কিন্তু দেশের প্রত্যেক মুসলমান ধৈর্যধারণ করেছিলেন বলেই কোনধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি।

এটাই সময়ের চাহিদা। প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে আইন হাতে তুলে নেয়া কাঙ্ক্ষিত নয়। প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করার অর্থ কেবল নিজের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলা নয়, পুরো পরিবার সঙ্কটের মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনেক রাজনৈতিক দল এবং সংগঠন প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে ঘোষণা করেছে। সুপ্রিম কোর্টে আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা হবে। হোক, এসব প্রক্রিয়া তার পথে চলতে থাকুক। কিন্তু সেখান থেকে শীঘ্র কোনো আলো বিচ্ছুরিত হবে বলে মনে হয় না। কেননা বিষয়টি যেহেতু সাংবিধানিক বেঞ্চে যাবে, তার অর্থ হচ্ছে বছর পাঁচেকের প্রতীক্ষা। না স্টে অর্ডার আসবে, না খুব শীঘ্র কোনো ফয়সালা। সাংবিধানিক বেঞ্চের যে ইতিহাস রয়েছে, বছর পাঁচের আগে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। যার স্পষ্ট উদাহরণ আমাদের সামনে- বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত সুপ্রিম রায়।

তাহলে এই মুহূর্তে মুসলমানদের কী করা আবশ্যক ? আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে আমাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, দরগাহ, কবরস্থান ইত্যাদি যেসব ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, সেগুলোর দলিলপত্র অনুসন্ধান করে বের করা। সরকারি দপ্তরে সেগুলো কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখা এবং সেসব দলিলের কপি সংগ্রহ করে রাখা। ওয়াকফ সম্পত্তি সার্কেল অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত, নগরপালিকা, পৌর প্রশাসন বা কর্পোরেশনে কখন কিভাবে রেকর্ড করা হয়েছে, তা যাচাই করে কাগজপত্রগুলোর কপি সংগ্রহ করে রাখা অত্যাবশ্যক। বিগত ১০০ থেকে সম্ভব হলে ৫০০ বছরের রেকর্ড সংগ্রহ করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে মৌজুত করে রাখুন। তার সঙ্গে পুরানো বিদ্যুতবিল, হাউস ট্যাক্স এবং ওয়াটার ট্যাক্সের কপি থাকলে তাও সংগ্রহ করে রাখা দরকার।যেসব মৌখিক ওয়াকফ রয়েছে, দলিলপত্র করা হয় নি, আগামী ছয় মাসের মধ্যে সেগুলো যথাশীঘ্র রেজিস্ট্রেশন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। এখন থেকে নতুন করে ওয়াকফ করা পরিহার করে চলাই উত্তম। তার পরিবর্তে স্থানে স্থানে এক একটি সামাজিক সংগঠন তৈরি করে সোসাইটি অ্যাক্টের অধীনে তা রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন। নতুন করে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ মাদ্রাসা কবরস্থান ইত্যাদি এসব সোসাইটির মাধ্যমে পরিচালনা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

পাশাপাশি প্রতিটি গ্রাম গঞ্জ শহর এবং জেলা পর্যায়ে এক একটি শক্তিশালী লিগ্যাল টিম তৈরি করুন, যারা সম্ভাব্য যেকোনো প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্রিয় থাকবেন। আইনের যথাযথ জ্ঞান এবং স্বীকৃতি থাকার সঙ্গে সঙ্গে এদের সততা, সক্রিয়তা এবং ঈমানদারি হবে আমাদের জাগতিক পাথেয়। আমাদের সামনে এখন এসবের কোনো বিকল্প আর অবশিষ্ট নেই। আর হ্যাঁ, শান্তি ও শৃঙ্খলা অবশ্যই বজায় রাখা আবশ্যক, যাতে নতুন করে কোনধরনের আইনী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে না হয়।

পাশাপাশি প্রতিটি গ্রাম গঞ্জ শহর এবং জেলা পর্যায়ে এক একটি শক্তিশালী লিগ্যাল টিম তৈরি করুন, যারা সম্ভাব্য যেকোনো প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্রিয় থাকবেন। আইনের যথাযথ জ্ঞান এবং স্বীকৃতি থাকার সঙ্গে সঙ্গে এদের সততা, সক্রিয়তা এবং ঈমানদারি হবে আমাদের জাগতিক পাথেয়। আমাদের সামনে এখন এসবের কোনো বিকল্প আর অবশিষ্ট নেই। আর হ্যাঁ, শান্তি ও শৃঙ্খলা অবশ্যই বজায় রাখা আবশ্যক, যাতে নতুন করে কোনধরনের আইনী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে না হয়।

প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্রিয় থাকবেন। আইনের যথাযথ জ্ঞান এবং স্বীকৃতি থাকার সঙ্গে সঙ্গে এদের সততা, সক্রিয়তা এবং ঈমানদারি হবে আমাদের জাগতিক পাথেয়। আমাদের সামনে এখন এসবের কোনো বিকল্প আর অবশিষ্ট নেই। আর হ্যাঁ, শান্তি ও শৃঙ্খলা অবশ্যই বজায় রাখা আবশ্যক, যাতে নতুন করে কোনধরনের আইনী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে না হয় পড়তে না হয়। মনে রাখা দরকার যে, ওয়াকফ সম্পত্তি হচ্ছ আল্লাহর সম্পত্তি। আমাদের কেবল রাখালির দায়িত্ব পালন করে চলতে হবে, পুর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে। উন্মাদনার এই সময়টাও নিশ্চিতভাবে চলে যাবে। তাই আমাদের বিচলিত হওয়া চলবে না। হ্যাঁ, আমাদের চারপাশে মুসলমান নামের অনেক মুনাফিকদের আমরা দেখতে পাব, যারা খুব উল্লাস করছে। নতুন আইনের গুনগান করে আমাদের বিতর্কে জড়ানোর চেষ্টা করবে। এদের থেকে সতর্ক দুরত্বে অবস্থান করতে হবে। এদেশের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বৃহত্তর সমাজের পরোয়া করে না। ওদের থেকেও সদা সতর্ক থাকতে হবে। তবে সুযোগ মত মনে করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে, আজ যারা আনন্দে উল্লসিত হচ্ছে, আগামীকাল তাদেরও নম্বর আসবে। আমাদের সতর্ক সহনশীলতা এবং প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ শীঘ্রই আমাদের জন্য সুদিন নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

প্রথম নজর

কালিয়াচক কলেজের ওয়েবিনারে নিউ ইয়র্কের শিল্পোদ্যোগী

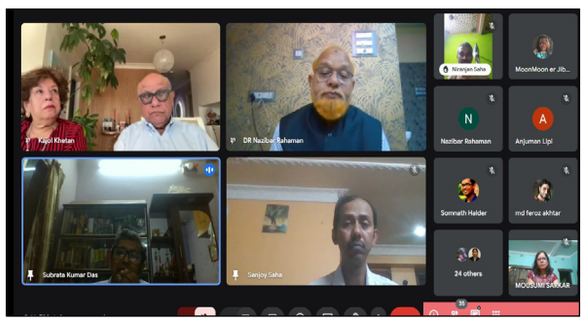

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে বাংলা তথা মালদার কালিয়াচক কলেজের ওয়েবিনারে যোগদান করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর নিউ ইয়র্ক সিটির সিগনেজ প্লাস ডিকাল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মি. বাবু খালফান বাবু খালফান ও কর্ণধার তাজিম খালফান। এই আন্তর্জালিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত দুই-দিবসীয় আন্তর্জাতিক সেমিনারের মূল বিষয় "ব্রেকিং দ্যা বেরিয়ার্স এন্ট্রোপ্রেনারসিপ ফর অল উইথ স্পেশাল ফোকাস অন উইমেন"। এদিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপকদের যোগদানে সাফল্যমন্ডিত হয় এই কর্মসূচি। কলেজের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং শেল প্লেসমেন্ট সেল এবং উইমেন্স সেল এর সংযুক্ত উদ্যোগে আয়োজিত ও পরিচালিত হয় এই আলোচনা চক্র। এই উপযোগী বিষয়ের উপরে অনুষ্ঠিত ওয়েবেনারে সভাপতিত্ব করেন কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ ড. নাজিবর রহমান। দুদিন ব্যাপী ওই ওয়েবিনারের কনভেনার নিযুক্ত হয়েছিলেন কালিয়াচক কলেজের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুজতবা জামাল এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পৌলমী জানা। প্রথম ও দ্বিতীয় দুই দিনেই প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করেন গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনিরুল ইসলাম। এই অনলাইন সেমিনারের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পরিচালনা করেন কলেজের ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরান্স সেল (আইকিউএসি) এর কো-অর্ডিনেটর ও অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড: সুব্রত কুমার দাস। প্রযুক্তিগত সহায়তা পরিচালনা করেন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড: এ. কে. ফজলুল হক দ্বিতীয় অধিবেশন পরিচালনা করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা ড: বিজয়া মিশ্র এবং শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপিকা ড: মৌসুমী সরকার প্রমুখ।

এদিনের সেমিনারে সভাপতিত্ব ভাষণে কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ ড. নাজিবর রহমান বলেন, একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান প্রজন্মের যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রীদের এবং আগন্তুক প্রজন্মের নাগরিকদের নতুন দিশা দেখানোর দায়িত্ব পালন করে চলেছে ভারতের প্রথম শ্রেণীর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত এই কালিয়াচক কলেজ। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে শুধু চাকুরী-প্রার্থী সুলভ মানসিকতা তৈরি হওয়ার চাইতে উদ্যোগপতি হওয়ার মাধ্যমে চাকুরীদাতা সুলভ মনোভাব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশি করে জাগ্রত করা দরকার সেই লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর নিউ ইয়র্ক সিটির সিগনেজ প্লাস ডিকাল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মি. বাবু খালফান তার কিইনোট এড্রেসে তুলে ধরেন। উদ্যোগ বা উদ্যোক্তা রাতারাতি গড়ে ওঠে না, ধৈর্য সহকারে, সততার সাথে বীজ বপণ করতে হয়। এবং লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে বিশাল আকার বৃক্ষ হিসেবে বৃদ্ধি লাভ করার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হয়। সিগনেজ বিজনেস এর অপর কর্ণধার তাজিম খালফান তার বিশেষ ভাষণে উল্লেখ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলা বা উদ্যোগপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের সামাজিক ও পারিবারিক কিছু বাধ্যবাধকতা থাকলেও তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত। পরিবেশ এবং সহযোগিতা পেলে তারাও শিল্প ও ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারে অনায়াসেই।

উচ্চ মাধ্যমিকের পর পড়াশোনা: ওয়েবিনার অনুসন্ধানের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

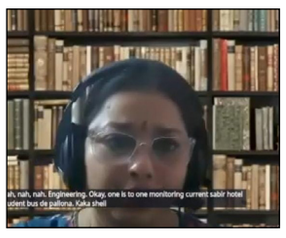

আপনজন: ২০২৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য অনুসন্ধান সোসাইটি, কলকাতার পক্ষ থেকে মঙ্গলবার আয়োজিত হয়ে গেল ভবিষ্যৎ গড়ার সুলুক সন্ধান শীর্ষক ক্যারিয়র গাইড্যান্স সেমিনার। মূলত বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইন সংক্রান্ত পড়াশোনার দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের নানান খুঁটিনাটি বিষয় ও জীবিকা সন্ধানের সঠিক পথ বেছে নেওয়ার দিকগুলো তুলে ধরাই ছিল এই সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাত্রি ৮ থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয় এই আলোচনা সভা। এতে অংশ নেন সারারাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। সিবিএসই, আইসিএসই ও ডাব্লুবিসিএইচএসই শাখার ছাত্রছাত্রীরা সকলেই একযোগে অংশ নেন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। অনুষ্ঠানের সূচনা কথা তুলে ধরেন অনুসন্ধান সোসাইটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ সরখেল ।

উদ্বোধন করেন ২০২৪ সালের রাজ্যের সেরা বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি অর্জনকারী রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তাপহরানন্দজী মহারাজ। মহারাজ বলেন, নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই সর্বদা অধ্যয়ন জারি রাখা উচিত, এতে সাফল্য দ্রুত আসে। লক্ষ্য স্থির না থাকলে সাফল্য আসতে বিলম্ব হয় ও নিজেদের জীবন অনিশ্চয়তার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তাই এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন আজকের দিনে পড়াশোনার জগতে একান্ত প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের প্রথম বক্তা ছিলেন জে আই এস কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, কল্যাণী শাখার বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা ডঃ করবী গাঙ্গুলি। দ্বিতীয়ার্ধে আলোচনায় অংশ নেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিকাল সায়েন্সেস-এর বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ পিনাকী ঘোষ ও তাঁর সহযোগী আইন গবেষক অনিন্দিতা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে অনুসন্ধান সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ডঃ মতিয়ার রহমান খান বলেন, কেন অনুসন্ধান এই উদ্যোগ নিয়েছে।

এই নিয়ে এই ধরনের তিনটি অনুষ্ঠান করা হল এবং আগামীতে আরো আরো বেশি করে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা হবে, যাতে সমস্ত বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীরাই উপকৃত হতে পারেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পুরাতন মালদা কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ডঃ কমলকৃষ্ণ দাস।

চাকরিহারারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: চাকরিহারাদের বিক্ষোভে তোলপাড় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর বালুরঘাট। নিজেদের চাকরি ফিরে পেতে পথে চাকরিহারারা। বুধবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর ঘেরাও এর পাশাপাশি রঘুনাথপুর এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় চাকরি গিয়েছে প্রায় ৫৮১ জনের। এর মধ্যে ৫১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি ৭০ জন রয়েছেন। এদিন চাকরি ফেরতের দাবিতে প্রথমে রঘুনাথপুর এলাকা থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের দিকে অগ্রসর হয় চাকরি হারারা। সেই সময় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) এর দপ্তরের প্রবেশপথে বাধা দেয় পুলিশ। এর ফলে পুলিশ কর্মীদের সাথে বচসা ও ধস্তাধস্তি বেধে যায় আন্দোলনকারীদের। যদিও পরবর্তীতে ব্যারিকেড ভেঙে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে প্রবেশ করেন আন্দোলনকারীরা। এর পরে অফিসের কর্মীদের বের করে দিয়ে অফিসের মুল গেটে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে আন্দোলনকারীরা।

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দেবাশীষ সমাদ্দার বলেন, 'এখানে আমার কিছু করার নেই। যেভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে নির্দেশিকা আসবে, সেভাবেই কার্য পরিচালনা করা হবে।'

অন্যদিকে, বালুরঘাট শহরের রঘুনাথপুর এলাকায় পথ অপরাধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে আন্দোলনকারীরা। নিজেদের চাকরি ফেরতের দাবিতে পথ অবরোধ এর পাশাপাশি রাস্তার মধ্যেই বসে পড়েন আন্দোলনরত চাকরি হারানো শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যদিও কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার বার্তা দেন ডিএসপি। তিনি বলেন, 'আমার কাছে খবর আসছে আন্দোলনের প্রভাবে অনেক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা পৌঁছাতে পারছে না। পাশাপাশি পাশেই জেলা হাসপাতাল রয়েছে। অনেক রোগীরা হাসপাতালে পৌঁছতে পারছে না।' তাই আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে রাস্তা ছেড়ে শান্তিপূর্ণ হবে আন্দোলনের বার্তা দেন তিনি। পুলিশের তরফে এই বার্তা পেয়ে আন্দোলনকারীদের তরফে অ্যাম্বুলেন্স সহ জরুরি পরিষেবা ও ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারে সেই বার্তা দেওয়া হয় মাইকে।

ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে যুবসম্প্রদায়ের বিক্ষোভে উত্তাল সুতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে যুবসম্প্রদায়ের বিক্ষোভে উত্তাল মুর্শিদাবাদের সুতি। বুধবার সকাল ১০ টায় সুতি থানার আহিরণ ১২ জাতীয় সড়কের দুই ধারে টায়ার জ্বালিয়ে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। প্রতিবাদে বিক্ষোভের কারণে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক আহিরণ পুরো অবরুদ্ধ হয়ে যায়। যদিও পুলিশের দাবি, অনেক বোঝানোর পরও পথ অবরোধকারীরা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে রাখে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফারাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খান, জঙ্গিপুর সি আই সরুপ বিশ্বাস, সুতি থানার ওসি বিজন রায়, ব্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের সদস্য সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। উত্তেজিত যুব সমাজকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ব্যাবহার করে। তারফলে উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ ইট ছড়তে শুরু করে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের সড়িয়ে দেয়। পরে পুলিশ মাইকিং করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুরোধ করে। তবে পরিস্থিতি কয়েক ঘণ্টা পর স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে। আহিরণ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘাড়ি চলাচল এখন স্বাভাবিক রয়েছে।

আনন্দ মেলা শহীদ ক্ষুদিরাম মহাবিদ্যালয়ে

বাবু হক ● হাওড়া

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানা শহীদ স্মৃতি ক্ষুদিরাম মহাবিদ্যালয়ের আয়োজনে ও প্রাঙ্গণে বুধবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আনন্দ মেলা চলছে। একুশটি বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা সর্বোপরী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রূপা দাশগুপ্ত র পরিকল্পনায় বর্তমান ছাত্র, ছাত্রী, ছাত্রী আবাসিক ও নন আবাসিক ছাত্র ছাত্রীদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে নবরূপে সজ্জিত এই আনন্দ মেলা। জীবিকার তাগিদে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করে কঠোর পরিশ্রম করে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা নিয়ে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে উঠে দেশ ও দেশের মাঝে স্বনির্ভরতা দক্ষতা অর্জন করে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এই সব ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ব্যবস্থা করা চেষ্টা করছি বলে জানান অধ্যক্ষ ডঃ রূপা দাসগুপ্ত।

কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যসহ শতাধিক কর্মীর তৃণমূলে যোগ

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: নওদার চাঁদপুরে কংগ্রেসে ভাঙন, শতাধিক কর্মী সহ কংগ্রেসের জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দিলেন।

বড়সড় রাজনৈতিক রদবদল নওদা থানার চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য আশরাফুল শেখ শতাধিক কর্মী-সমর্থককে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। বুধবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের নওদায় একটি বেসরকারি কলেজে আলোচনা সভায় নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা ২০ জন। এই রদবদলের পর তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০ জন, কংগ্রেসের সংখ্যা কমে হল ৮ জন, এবং আরএসপি-র সদস্য রয়েছেন ২ জন। এই যোগদানে তৃণমূল কংগ্রেসের শিবিরে স্বভাবতই উৎসাহের হাওয়া। ব্লক সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ জানিয়েছেন, "আগামী দিনে এই পঞ্চায়েত আমাদের দখলেই আসবে। মানুষ উন্নয়নের পক্ষে, আর সেই উন্নয়নের প্রতীক হল তৃণমূল বলে জানান তিনি।

এদিন উপস্থিত ছিলেন নওদা ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ, চাঁদপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মুকুল শেখ, নওদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহিদুল ইসলাম মন্ডল, চাঁদপুর অঞ্চল তৃণমূল চেয়ারম্যান জামরুল মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আহমেদ মন্ডল, চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধী দল নেতার প্রতিনিধি মনিরুল শেখ সহ আরো অনেকে।

কোতুলপুর হাই স্কুলের পড়ুয়ারা পেল বিরিয়ানি

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: সম্প্রতি বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের কোতুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের "পি এম পোষণ," এর চাল দিয়ে চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ানো হয়। উদ্যোক্তা স্বয়ং বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক ডক্টর প্রসেনজিৎ সরকার। প্রথমে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা করেন এবং কিভাবে এই চালে বিরিয়ানি হবে, তিনি নিজে সহযোগিতা করবেন বলে জানান। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট দিনে বিরিয়ানির ভোজ সম্পূর্ণ হলো। সাথে ছিল চাটনি,মিষ্টি আর মিক্সডভেজ। পি এম পোষণের চাল নিয়ে চিকেন বিরিয়ানির অভিজ্ঞতাও পেলেন গোষ্ঠীর রান্না কর্মীরা এবং যৎপরনাই খুশি হন সম্পাদিকা মণিকা বাগ।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তথাগত দে ও অন্যান্যরাও তৃপ্ত সহকারে খেয়ে সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। প্রধান শিক্ষক জানান, পি এম পোষনের চাল নিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের কিভাবে ভালো কিছু খাওয়ানো যায়, সেই ভাবনা থেকেই এই আয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাপ্ত একটি প্রকল্প।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে বোলপুরে বিক্ষোভ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে বোলপুরে বিক্ষোভ মিছিল হল। এই মিছিলটি শুরু হয় ত্রিশুলা পটি থেকে, শেষ হয় বোলপুর চৌরাস্তা মোড়ে। সর্বধর্ম সমন্বয়ে মানুষজন পথে নেমে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করলেন। তাদের দাবি এই নতুন আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ জনদের জনস্বার্থ বিরোধী। তাই অবিলম্বে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিল প্রত্যাহার করতে হবে। না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে পথে নামবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ বীরভূম জেলার সহ-সভাপতি হাফিজ মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সংসদ ভবনে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার যেরে এই ওয়াকাফ বিল তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও জোর করে পাস করিয়ে নিয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, সংবিধান আমাদেরকে অধিকার দিয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মসজিদ, ঈদগা, মাদ্রাসা ও কবরস্থান দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন পাস এর মধ্য দিয়ে তা কেড়ে নিতে চেয়েছে। আমরা তা কোনভাবেই মেনে নেব না। তাই এরই প্রতিবাদে বৃহপতিবার কলকাতার রামলীলা ময়দানে জমিয়তের প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেওয়অর আবেদন জানান এদিন বোলপুরের পথসভা ও মিছিলে পা মিলালেন হালকাহ এ কাদেরিয়া লায়েক বাজারের হুজুর পাক সৈয়দ জন আলী আল কাদেরীসহ প্রচুর ভক্ত বৃন্দ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববাংলায় নার্সিংহোম সংগঠনের সম্মেলন

এম এস ইসলাম ● কলকাতা

আপনজন: প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার নিউ টাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন হলে। এই বিশেষ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। সম্মেলনে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ন স্বরুপ নিগম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা.স্বপন সরেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারি মৌমিতা গোদারা, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি তুষার পাঠক, ওএসডি নিতাই মন্ডল, রাজ্য এসএসটি ইনচার্জ ডাঃ অভিক মাইতি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারপারসন অসীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কমিশনের সেক্রেটারি আরসাদ হাসান ওয়ারসি, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, অল ইন্ডিয়া নার্সিংহোম ফেডারেশনের সম্পাদক ডক্টর এইচএম প্রসন্ন, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সম্মেলনে রাজ্যের ২৩টি জেলার বিভিন্ন নার্সিংহোমের মালিক ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার মূল বিষয় ছিল কীভাবে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, রোগী ও সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান। সংগঠনের রাজ্য চেয়ারম্যান সেখ আলহাজ উদ্দিন জানান, রাজ্যজুড়ে নার্সিংহোম অ্যাসোসিয়েশন একটি নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে।

শ্বশুর বাড়িতে গলাকাটা দেহ উদ্ধার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শ্বশুর বাড়িতে এক যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল জিয়াগঞ্জ থানার হাইস্কুল পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর ৪০ এর ডালিম শেখ বিয়ের পর থেকে প্রায় ১৭ বছর ধরে জিয়াগঞ্জে শ্বশুর বাড়িতে থাকত। তাঁর নিজস্ব বাড়ি ছিল ভগবানগোলা থানার মেলার্সিড়ি এলাকায়। বাবা-মার মৃত্যুর পর পৈতৃক জমি বিক্রি করে পাকাপাকিভাবে জিয়াগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস শুরু করেছিল সে।

পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ছিল ডালিম। প্রায়শই কলকাতায় রাজমিস্ত্রি কাজ করতেন তিনি। প্রতিবারের মত এবারেও ঈদের কয়েকদিন পূর্বে জিয়াগঞ্জের বাড়িতে ফিরেছিল সে। স্ত্রী ঝর্না বিবির সঙ্গে মাঝেমধ্যেই বিবাদ হত বলে প্রতিবেশীদের দাবি। অন্যদিকে প্রতিবেশীদের মতে ওই যুবক ছিল অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র। সম্ভবত সে আত্মহত্যা করেনি বলে প্রতিবেশীদের ধারণা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শিশু, নারীদের সচেতনতায় সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা আইনি পরিষেবার উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো ঘুটিয়ারি শরীফ গাতি জে পি মেমোরিয়াল স্কুলে এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক অভিভাবিকা সহ কয়েকশো মানুষ। এদিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের গাইড করতে, উপস্থিত ছিলেন আইন বিশেষজ্ঞ শ্রীমতি হেমন্তিকা সুন্দাস। বক্তব্যর মধ্যে উঠে আসে পত্যন্ত গ্রামগঞ্জ সহ শহরের বিভিন্ন প্রান্তেও মিসিং হচ্ছেন বাচ্চারা তার একমাত্র কারণ মোবাইলে আসক্ত হয়ে অনেকটাই ধাক্কা খাচ্ছে। সেইসঙ্গে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে হবে । আমাদের ঘরের বাচ্চাদের সাবালক না হওয়ার আগে আইন অমান্য করে বিয়ে দিয়ে তাদের জীবনটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এই কাজের সঙ্গে যে সমস্ত পুরোহিত ইমাম এবং সমাজের মানুষেরা সহযোগিতা করে তারাও অপরাধী । এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেইসঙ্গে বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন যারা আইনের প্যাচে জড়িয়ে গেছে জামিন করতে পারছে না শিশু এবং নারী তাদের জন্য আমরা ফ্রিতেই আইনি সহায়তা দিয়ে থাকি।

নন্দন চত্বরে সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আয়োজনে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার সূচনা করেন সভামুখ্য ব্রাত্য বসু। সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ দাশ সভাগৃহে মঙ্গলবার কবিতা পাঠ করলেন কবি ও উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ। রবীন্দ্রসদন-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে পাঁচদিন ব্যাপী সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা আয়োজিত হয়।

লেক্সাসের আয় বৃদ্ধি

আপনজন ডেস্ক: লেক্সাস ইন্ডিয়া-র রিপোর্টে ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষে মোট উপার্জনে ১৯% হারে বৃদ্ধি হয়েছে। গত আর্থিক বছরের তুলনায়, এই আর্থিক বছরে কোম্পানির উপার্জনের ক্ষেত্রে ১৯% হারে অসাধারণ বৃদ্ধির কথা জানাতে পেরে লেক্সাস ইন্ডিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছে। উল্লেখ্য লেক্সাস ইন্ডিয়া ভারতের লাক্সারি অটোমোটিভ সেক্টরের গাড়ি বাজারে অন্যতম ব্র্যান্ড।

রামকৃষ্ণ আশ্রমে হরিনাম

আপনজন: ২৪ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হল বীরভূমের রামপুরহাট ব্লকের কাষ্ঠগড়া শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের আশ্রমে। এদিন গ্রাম বহির গ্রামের মহিলা পুরুষের হরিনামের দল, গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন।

আসমানি শিক্ষায় মানুষের চূড়ান্ত মুক্তি

শামসুল হক

মহান স্রষ্টা যেভাবে মানুষকে সৃষ্টিজগতে কাজকর্মে সবচেয়ে সক্ষমতা দান করেছেন, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি তিনি তাদেরকে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো তিনি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন। এই জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ মানবসভ্যতার সূচনা থেকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্ত অসামান্য সব কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করেছে, সে নিজের চেয়ে শক্তিশালী প্রাণীকে অধীন করে তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। যুগে যুগে নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উন্নয়নেও জ্ঞান-বুদ্ধি প্রধান অবলম্বন।

জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকই মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা দান করেছে।

মানব ইতিহাস ও মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি-দর্শন পেছনে ফেলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ময়দানে এগিয়ে গেছে। তারা মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন নতুন উপকরণ তৈরি করেছে, যা মানুষের জীবনকে সহজ করেছে। যে সময় থেকে মানবজাতির ইতিহাস সংরক্ষিত তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই অগ্রযাত্রা কখনো থেমে যায়নি। প্রতিটি সকাল নতুন আবিষ্কারের সাক্ষী হয়েছে এবং পেছনের অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও জ্ঞানগত জিজ্ঞাসা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই বাস্তবতা এক অনস্বীকার্য সত্যকে সামনে নিয়ে আসে তাহলো মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির পরিবর্তন ভুল ও বিভ্রান্তির আশঙ্কা রাখে।

মানবসভ্যতার হাজার বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি সব উন্নতির পরও কোনো মানবীয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও সুস্থির বলা যায় না, বরং মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা ক্রমাগত পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলতে থাকে। আজকের বাস্তবতা আগামী দিনের মিথ্যায় পরিণত হয়।

এ জন্য মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানী পরবর্তী দক্ষ ব্যক্তি তার পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্তকে ভুল আখ্যা দেন এবং নিজের অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে ঘোষণা দেন। আবার আজকের বিজ্ঞানীরা যেখানে পৌঁছেছেন আগামী দিনের বিজ্ঞানীরা তাকে ভুল প্রমাণ করতে পারেন।

বিপরীতে মানবতার বন্ধু, মনুষ্যত্ব পছন্দকারী, মানুষের কল্যাণে উদগ্রীব ব্যক্তিদের জ্ঞান হলো চিরন্তন। মানবতার কল্যাণে নিবেদিত এসব মানুষকে বলা হয় নবী-রাসুল। তাঁদের জ্ঞান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে প্রদত্ত।

তাঁদের জ্ঞান চিরন্তন হওয়ায় পরবর্তী নবী-রাসুলরা পূর্ববর্তীদের জ্ঞানকে ভুল বলেননি, বরং তাঁরা পূর্ববর্তীদের সত্যায়ন করেছেন। চাই পরবর্তী ও পূর্ববর্তীদের ভেতর কয়েক শতাব্দীর পার্থক্য হোক না কেন; এমনকি উভয় নবী ও রাসুলের ভেতর জাতিগত ও ভৌগোলিক কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় নবীদের নিয়ে আসা জ্ঞানগুলোয় ভুলের কোনো আশঙ্কা নেই এবং তা কল্পনাও করা যায় না। কেননা তাঁদের জ্ঞানের উৎস মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা। যিনি স্রষ্টা, তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞাত হতে পারেন না। ইরশাদ হয়েছে, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।' (সুরা : মুলক, আয়াত : ১৪)

নবী-রাসুল (আ.) বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় এসেছিলেন। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে একই যুগ ও সময়ে পৃথক পৃথক এলাকার জন্য পৃথক পৃথক নবী পাঠানো হয়েছে। তাঁদের দায়িত্ব বিশেষ জাতি ও সম্প্রদায়ের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল। সবশেষে আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির জন্য এমন একজন নবী পাঠিয়েছেন, যিনি সব জাতি, সব যুগ ও দেশ-ভূখণ্ডের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যথেষ্ট। তিনি হলেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি ছিলেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহর অনুগ্রহস্বরূপ। আর যেহেতু তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না, তাই কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আনীত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সংরক্ষণের এক বিস্ময়কর ব্যবস্থাও আল্লাহ করেছেন।

তাঁর ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সেটা শুধু কাগজে নয়, বরং লাখো কোটি মানুষের অন্তরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা সংরক্ষণ করেছেন প্রতিটি নুকতা ও হরকতসহ। এরপর কোরআনের ব্যাখ্যায় মহানবী (সা.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন তাও বিস্ময়কর উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো গ্রন্থ এবং তাঁর ব্যাখ্যাকারীর জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংরক্ষণ করা হয়নি। এমনকি যাঁরা তাঁর জীবন, ইতিহাস ও বাণীগুলো বর্ণনা করেছেন তাঁদের জীবনচরিতও ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। কোনো সন্দেহ নেই এটা একটি অলৌকিক বিষয় ও মুজিজা।

নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী নবী-রাসুলদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা মানুষের কাছে কোনো বিনিময় প্রত্যাশ্যা করতেন না। এ জন্য আল্লাহ তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা অনুসরণ করো তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত।' (সুরা : ইয়াসিন, আয়াত : ২১) অর্থাৎ তোমরা তাদের কথা মান্য করো, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের সত্যের চূড়ান্ত মানদণ্ড।

আধুনিক যুগে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জগত্জীবনের সামগ্রিক প্রশস্ততা যদিও মানবজীবনে ভোগ-বিলাসিতার পথ প্রশস্ত করেছে। তবে আমরা এটাও দেখছি যে এই উন্নয়ন ও অগ্রগতির ভেতরও মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সীমাহীন অস্তিরতা ও বিশৃঙ্খলার শিকার। ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত মানুষ মানবীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলি এবং মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে পশুর বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে যেকোনো দিনের একটি সংবাদপত্রই যথেষ্ট। যাতে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন ধরনের হত্যা, আত্মসাৎ, নারীর সম্ভ্রমহানি, মানুষের অসহায়ত্ব, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে আত্মহত্যার মতো অসংখ্য ঘটনা। এসবের সঙ্গে শুধু শিক্ষাদীক্ষাহীন মূর্খরাই জড়িত নয়, বরং উচ্চ শিক্ষিত বহু মানুষ এর সঙ্গে জড়িত। এমনকি যাদের কাঁধে সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখার দায়িত্ব ন্যস্ত তারা নিজেরাও অসংখ্য অপরাধের হোতা।

এমন করুণ পরিস্থিতি যখন মানবতা নিজেই আত্মহত্যা করতে উদগ্রীব, তখন কোনো ভুলে ভরা শিক্ষা মানবজাতিকে মুক্তি দিতে পারবে না। মানবজাতির মুক্তির জন্য প্রয়োজন নবী-রাসুল (আ.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ। আসমানি শিক্ষা মানবজাতির মুক্তি তরান্বিত করতে পারে। এর মাধ্যমেই মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে। অতীত ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় মানবজাতি যখনই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল আসমানি শিক্ষার আশ্রয়ই তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। মহান আল্লাহ মুক্তি বার্তা দিয়ে বলেন, 'তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো : তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা ছিলে অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩)

আল্লাহ সবাইকে দ্বিনের ওপর চলার তাওফিক দিন। আমিন।

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত

বিশেষ প্রতিবেদন

ঈদের সময় আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া মুসলিম সমাজের বিশেষ সংস্কৃতি। সারা বছর যাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না ঈদের সময় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং তারা পরস্পরের বাড়িতে বেড়াতে আসে। এর মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা পায় এবং একে অন্যের দুঃখের অংশীদার হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক যাতায়াত প্রশংসনীয় কাজ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে মুমিন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে সে এমন মুমিনের তুলনায় অধিক সাওয়াবের অধিকারী হয়, যে জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করে না।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪৪৩২)

পারস্পরিক সাক্ষাতের বিধান

আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ সাধারণত মুস্তাহাব। চাই তারা সুখে থাকুক বা দুঃখে, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ। কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় কোনো অসুস্থ লোককে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন ঘোষক (ফেরেশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকেন, কল্যাণময় তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার এই পথ চলাও।

তুমি তো জান্নাতের মধ্যে একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২০০৮)

আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে কেন যাব?

মুমিন ব্যক্তি অন্যের বাড়িতে বেড়াতে যাবে আল্লাহর নির্দেশ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপর ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়, তার ব্যাপারে একজন ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ পৌঁছায় যে 'আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালোবেসেছ।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৪৪৩)

সাক্ষাৎ যখন আবশ্যক

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ সাধারণ সময়ে মুস্তাহাব। তবে কখনো কখনো তা আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন—

১. মা-বাবার সাক্ষাৎ : মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, নিয়মিত সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খোঁজ-খবর রাখা সন্তানের দায়িত্ব। বিশেষত যখন মা-বাবা বার্ধক্যে উপনীত হন অথবা অক্ষম হয়ে পড়েন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন...মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের 'উফ' বোলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না; তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বোলো।

' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৩)

২. আত্মীয়তা ছিন্ন হওয়ার ভয় থাকলে : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে, তা রক্ষার জন্য আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়া আবশ্যক। মহানবী (সা.) বলেন, যখন আল্লাহ সৃষ্টি কাজ সমাধা করার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ককে বলেন, তুমি কি এতে খুশি নও যে তোমার সঙ্গে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৮৭)

৩. অসুস্থ হলে : অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেওয়া মুমিনের দায়িত্ব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তুমি আমার সেবা-যত্ন করোনি। সে বলবে, হে আমার রব, আমি কিভাবে আপনার সেবা-যত্ন করব অথচ আপনি জগত্গুলোর প্রতিপালক? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল। অথচ তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানো না, যদি তুমি তার সেবা করতে, তবে তার কাছেই আমাকে পেতে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৬৯)

৪. বিপদগ্রস্ত হলে বা মারা গেলে : কেউ বিপদগ্রস্ত হলে বা মারা গেলে তার পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যাপারে হাদিসে তাগিদ আছে। মহানবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে তার বিপদে সান্ত্বনা দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরাবেন।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৬০১)

বিনা প্রয়োজনে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান নয়

কারো বাড়িতে বেড়াতে গেলে, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে বিনা প্রয়োজনে অবস্থান ও সাক্ষাৎ দীর্ঘ না করাই উত্তম। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের আহবান করলে তোমরা (ঘরে) প্রবেশ কোরো এবং খাওয়া শেষে তোমরা চলে যেয়ো; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কেননা তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদের উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না।' (সুরা আহজাব, আয়াত : ৫৩)

পর্দার বিষয়ে সতর্ক থাকা

আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গেলে অনেক সময় পর্দার বিধান লঙ্ঘন করা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'সাবধান! নারীদের কাছে তোমরা প্রবেশ করা পরিত্যাগ কোরো। সে সময় আনসারিদের এক লোক বলল, দেবর সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বললেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৫৬৭)

উপহার নেওয়া কি আবশ্যক

কারো বাড়িতে বেড়াতে গেলে উপহার নিয়ে যাওয়া উত্তম এবং মেজবানের জন্য সাধ্যানুযায়ী অতিথির যত্ন করা আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে ইসলাম লৌকিকতাকে অপছন্দ করে। তাই অতিথি যেমন সাধ্যের চেয়ে বেশি খরচ করে উপহার কিনবে না, মেজবানও আপ্যায়নে সামর্থ্যের চেয়ে অর্থ খরচ করবে না; বরং উভয়ে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আন্তরিকতার পরিচয় দেবে।

মুমিন যেভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন

আবু সালেহ মুহাম্মদ

একাধিক বিকল্প সিদ্ধান্তের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সফলতার পূর্বশর্ত। মানুষের জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিদ্ধান্তের আলোকেই সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করলে অনেক সময় করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক—

অভিজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ : সবাই সব বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে পারে না। যারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ সে বিষয়ে তাদের পরামর্শ নিতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বড়দের অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভুলের আশঙ্কা কমে যায় এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সহজ হয়।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা না জানো, তাহলে যারা জানে তাদের জিজ্ঞেস করো।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৪৩)

জীবন বিনাশী সিদ্ধান্ত পরিহার : মানুষের জীবন ও জীবনোপকরণের সব কিছুই মহান আল্লাহর দান। জীবনকে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো অবকাশ নেই।

জীবনকে আল্লাহর দেওয়া আমানত মনে করতে হবে। জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়—এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কোরো না। তোমরা সৎ কাজ করো, আল্লাহ সত্কর্মপরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৯৫)

সময়ের সিদ্ধান্ত সময়ে : সব কিছুতেই সময় ও সামর্থ্যের ব্যাপার থাকে।

সময়ের কাজ সময়ে করলেই তা যথার্থ ও বরকতময় হয়। তা ছাড়া সামর্থ্য তো থাকতেই হবে। কাজেই যথাসময়ে এবং সামর্থ্য অর্জন করার পর কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেমন—বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে হাদিসে বলা হয়েছে, 'হে যুবকরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ বিয়ে দৃষ্টি আনত রাখতে ও লজ্জাস্থানের হিফাজতে অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করতে সক্ষম নয় সে যেন রোজা রাখে। কারণ, রোজা তার যৌনচাহিদা অবদমিত করে।' (বুখারি, হাদিস : ৪৭৭৮; মুসলিম, হাদিস : ৩৪৬৪)

আল্লাহর ওপর ভরসা : বুদ্ধি-পরামর্শ করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তা বাস্তবায়নের জন্য মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে এগিয়ে যেতে হবে। মহান আল্লাহই উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী। তিনি চাইলেই কর্মের বাস্তবায়ন হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, 'এবং কাজকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো, অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে; যারা ভরসা করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯)

ইসতিখারা : ইসতিখারা অর্থ কল্যাণ কামনা করা। বৈধ কোনো কাজের ব্যাপারে মন স্থির করতে না পারলে আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করে বিশেষ নিয়মে যে নফল নামাজ আদায় করা হয় তাকে ইসতিখারার নামাজ বলা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য ইসতিখারার নামাজ আদায় করা হয়। এরপর যেদিকে মনের ঝোঁক সৃষ্টি হয়, সেটিই মঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হয়। কেউ স্বপ্নের মধ্যেও জেনে যেতে পারে। তবে স্বপ্নে দেখা জরুরি নয়। ইসতিখারার নামাজ প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরআনের সুরা শেখানোর মতো ইসতিখারার নামাজ শেখাতেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করে, তখন যেন ফরজ ছাড়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। অতঃপর নির্ধারিত দোয়া পাঠ করে।' (বুখারি, হাদিস : ১১০৯; আবু দাউদ, হাদিস : ১৫৪০; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৮৩)

পরিশেষে বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে তা বাস্তবায়নে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জীবন আল্লাহর দেওয়া বড় নিয়ামত। জীবনকে মূল্যায়ন করতে হবে। জীবন ঝুঁকিতে পড়ে—এমন সিদ্ধান্ত পরিহার করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

কাজা রোজা রাখার পদ্ধতি

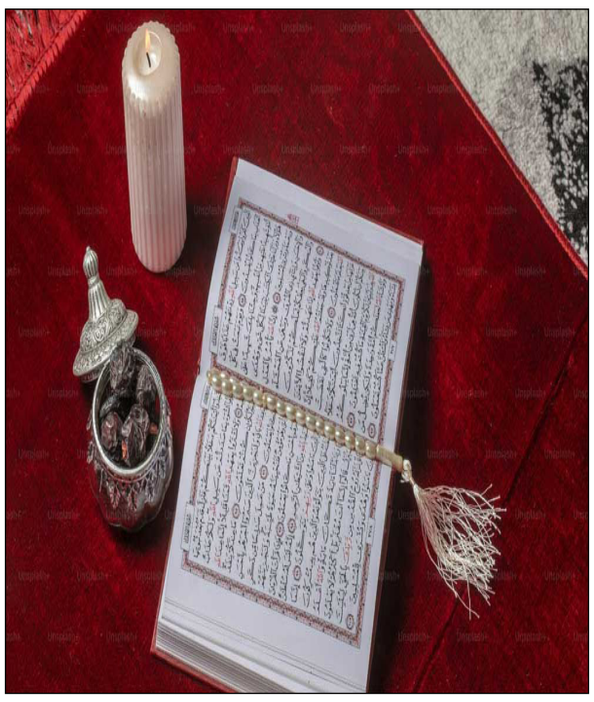

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রশ্ন: কাজা রোজা রাখার নিয়ম বলবেন কি?
উত্তর: শরিয়ত অনুমোদিত কোনো কারণে সময় মতো রোজা পালন করতে না পারলে অথবা রোজা রেখে ভেঙে ফেললে পরে তা আদায় করাকেই কাজা বলে।
যত দ্রুত সম্ভব কাজা রোজা আদায় করে নেয়া কর্তব্য। তাই ঈদের পরপর-ই যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজা রোজা আদায় শুরু করা উত্তম।
কোনো কারণ ছাড়া কাজা রোজা আদায় করতে বিলম্ব করা মাকরুহ। এক রমজানের কাজা রোজাগুলো আগামী রমজান আসার আগে আদায় করে নেয়া ওয়াজিব।
যদি বিনা কারণে আগামী রমজান পর্যন্ত বিলম্ব করে, তাহলে গুনাহগার হবে। বছরের যে কোনো দিন কাজা রোজা আদায় করা যাবে। এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ দিনগুলো বাদ দিতে হবে।
অর্থাৎ যেসব দিনে রোজা রাখা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ সেসব দিন বাদ দিতে হবে। যেমন ঈদ উল ফিতরের দিন, ঈদ উল আযহারের তিন দিন ইত্যাদি।
তবে এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যদি বছরের নির্দিষ্ট কোনো দিনে রোজা রাখবে বলে মানত করে, তাহলে সেই দিনও কাজা রোজা আদায় করা যাবে না।
পিরিয়ডের কারণে যেসব নারী রমজানের সবগুলো রোজা রাখতে পারেননি, তারাও উপরোক্ত নিয়ম অনুসরণ করবে। (বুখারি শরিফ, হাদিস : ১৯৫০, মুসলিম, হাদিস: ১১৪৬)
কাজা রোজা ও রমজানের রোজার নিয়তের সময়ের মধ্যে পার্থক্য: রমজানে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত নিয়তের সুযোগ থাকলেও কাজা রোজার ক্ষেত্রে তেমনটি নেই; বরং কাজা রোজার নিয়ত সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার আগেই করতে হবে। দিনের বেলা কাজা রোজার নিয়ত করলেও তা নফল রোজা হিসেবে গণ্য হয়। (কিতাবুল আছল, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৬৪)

হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল কখন পড়বেন

ফেরদৌস ফয়সাল

‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির।’ এই দোয়া জিকির যেকোনো সময় করা যায়। অসুস্থ বা উদ্বিগ্ন অবস্থায়, কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় অথবা শত্রুর হাত থেকে মুক্তির জন্য এ দোয়া বিশেষ কার্যকর।
আল্লাহই যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী। অন্য দোয়ার মতো আল্লাহর কাছে কোনো আবেদন করা হয় না। দোয়াটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোতে এই দোয়া পড়তেন।
হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে যখন অবিশ্বাসী অত্যাচারী শাসক নমরুদ আগুনে নিক্ষেপ করে, তখন তিনি পড়েন ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল’। যার ফলে আল্লাহ হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন।
হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকিল বাংলা অর্থ
পবিত্র কোরআনে সুরা আলে ইমরানের ১৭৩ নম্বর আয়াতের অংশ এবং সুরা আনফালের ৪০ নম্বর আয়াতের (আবার সুরা হজের ৭৮ নম্বর আয়াত) অংশের মিলিত রূপ। ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির।’ অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।
হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকিল বাংলা অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।
এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো মুসলিমরা প্রথমবারের মতো জানতে পারে তাদের বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যযাত্রা, মক্কার কুরাইশদের এক হাজার সদস্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে আগমন সব তথ্য মুসলিমরা পাচ্ছিল। মুসলিমরা বদরের ময়দানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেও তাদের তখনো প্রস্তুতি চলছিল।
এ অবস্থায় সাহাবিদের মানসিকতা কেমন ছিল, আল্লাহ সে প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘তাদেরকে লোকে বলেছিল যে তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো । তখন এ তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল আর তারা বলেছিল ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩)
এটি পড়ার কথা সহিহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। রাসুল (সা.) মুশরিকদের হামলা হবে, এমন খবর শুনে হামরাউল আসাদ নামক জায়গায় দোয়াটি পাঠ করেন। (বুখারি, হাদিস: ৪৫৬৩)
এখানে আল্লাহকে ওয়াকিল বলা হয়েছে। ওয়াকিল মানে হলো অভিভাবক। মানুষ যখন আল্লাহর হাতে নিজেদের কোনো সংকটকালীন মুহূর্তে সোপর্দ করে, তখন আল্লাহ নিজেই তাদের হেফাজত করা এবং সমস্যা সমাধান করার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন।
একইভাবে সুরা তওবার ৫৯ নম্বর আয়াতে আছে, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ওদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে যদি ওরা তুষ্ট হতো, তাহলে বলা হতো আর যদি বলত আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই শিগগিরই নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের দান করবেন ও তাঁর রাসুল দান করবেন; আমরা আল্লাহরই ভক্ত। (সুরা তওবা, আয়াত: ৫৯)
আবার সুরা তওবার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলো আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।’ (সুরা তওবা, আয়াত: ১২৯)
হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকিল এর ফজিলত
ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন–হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। ফলে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে পড়েছিল।
মুহাম্মদ (সা.) তখন বলেছিলেন, ‘যখন লোকেরা বলেছিল, (কাফির) লোকেরা তোমাদের মোকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে। ফলে তোমরা তাদের ভয় করো।
কিন্তু এ কথা তাদের ইমান বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল–হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।’
সাহাবিরা এই দোয়া আমল করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়। যখন সাহাবিরা জানতে পারলেন ১০ হাজার সেনা এসে মদিনা শহরকে ঘেরাও করতে যাচ্ছে, তখনো তাঁরা আল্লাহর কাছে এই বলে সাহায্য কামনা করেছিলেন–হাসবুনাল্লাহি ওয়া নিমাল ওয়াকিল। (বুখারি: ৪৫৬৩-৪৫৬৪)
তিরমিজি শরিফে একটি হাদিস আছে। হাদিসটি যে পরিচ্ছেদে আছে, তার নাম হলো, ‘বিপদে আপনি যা করবেন।’ অর্থাৎ বিপদে পড়া অথবা বিপদের আশঙ্কা থাকে, তখন করণীয় কী? হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘কেমন করে হাসিখুশি থাকব, অথচ শিঙাওয়ালা (ইসরাফিল ফুৎকার দেওয়ার জন্য) শিঙা মুখে ধরে আছেন।
আর তিনি কান লাগিয়ে আছেন যে তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ করা হবে এবং তিনি ফুৎকার দেবেন।’ এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এমনটি দেখে মহানবী (সা.) তাঁদের বললেন, ‘তোমরা বলো, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।’ অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক। (তিরমিজি: ২৪৩১, ৩২৪৩)

শাওয়ালের ছয় রোজার বিশেষ গুরুত্ব

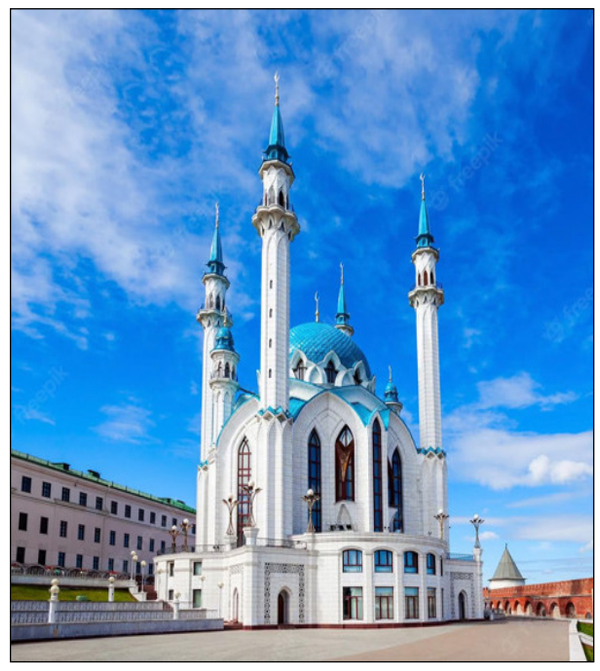

বিশেষ প্রতিবেদন

শাওয়াল মাসের ছয় রোজাকে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। পূর্বসূরি আলেমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে রমজান মাসের রোজা পালন করতেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখা মুস্তাহাব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল, অতঃপর তার সঙ্গে সঙ্গে শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন পূর্ণ বছরই রোজা রাখল।
(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১১৬৪)
এক বছরের সমান হয় যেভাবে : রাসুলুল্লাহ (সা.) এক বছরের সমান হওয়ার বিষয়টিও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, রমজানের রোজা ১০ মাসের রোজার সমতুল্য আর (শাওয়ালের) ছয় রোজা দুই মাসের রোজার সমান। সুতরাং এই হলো এক বছরের রোজা। (সুনানে নাসায়ি : ২/১৬২)
মুহাদ্দিসরা বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন ‘কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার ১০ গুণ সওয়াব পাবে এবং কেউ কোনো অসৎকাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিদান দেওয়া হবে।
’ (সুরা : আনআম, আয়াত : ১৬)
এই হিসাবে রমজানের ৩০ রোজায় ৩০০ রোজার সওয়াব হয়। আর শাওয়ালের ছয় রোজায় ৬০ রোজার সওয়াব হয়। এভাবে রমজানের ৩০ রোজা ও শাওয়ালের ছয় রোজা মোট ৩৬০ রোজার সমপরিমাণ হয়।
যে ব্যক্তির রমজানের রোজা কাজা আছে, সে কোনো কারণে পূর্ণ রমজান মাস রোজা রাখেনি। রমজান মাসের কিছুদিন রোজা রেখেছে। তাই তার উচিত, আগে কাজা রোজাগুলো রেখে রমজান পূর্ণ করা। তারপর শাওয়ালের নফল ছয় রোজা রাখা।

রমজানের পর মুমিনের ৮ করণীয়

বিশেষ প্রতিবেদন

কোনো এক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছিলেন, ‘রব্বানি হও, রমজানি নয়।’ অর্থাৎ, কেবল পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং বাকি ১১ মাস গুনাহের মধ্যে ডুবে থাকবেন, তা হতে পারে না। রমজান অবশ্যই ইবাদতের মৌসুম এবং এ মাসে বেশি বেশি ইবাদত করতে হবে। তবে এর অর্থ কখনোই অন্য সময়ে ইবাদত ছেড়ে দেওয়া নয়। কারণ বছরের অন্য সময়েও ফরজ ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে নিজের আমলনামা সমৃদ্ধ করা মুমিনের দায়িত্ব।
আমল শুরু করার পর এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত প্রিয়। কারণ ধারাবাহিকতা রক্ষার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা আগের আমলগুলো কবুল করেছেন বলেই পরেও একই আমল করার সুযোগ হচ্ছে। হাদিসে এসেছে, আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘আল্লাহর কাছে কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘যে আমল সর্বদা করা হয়–চাই তা পরিমাণে কম হোক।’ (বুখারি)
রমজানের পর আমলের ধারাবাহিকতা কীভাবে রক্ষা করতে পারি আমরা? আলিমগণ এর বেশ কিছু উপায় বাতলে দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি তুলে ধরা হলো–
১. মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। আল্লাহ যেন রমজানের মতো পুরো বছর আমাদের আমলের ওপর রাখেন, সে জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাঁর সাহায্য। পবিত্র কোরআনে তিনি আমাদের দোয়া করতে বলেছেন এভাবে, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদের পথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অন্তরকে বিপথগামী করবেন না। আর আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রতি রহমত দান করুন। আপনিই একমাত্র দাতা। (আল ইমরান: ৩: ৮)
২. রমজানের পর নিয়মিত নফল রোজা আদায় করা। যেমন–শাওয়াল মাসের ছয় রোজা, ৯ জিলহজ আরাফাতের দিনের রোজা, ১০ মহররম আশুরার রোজা, সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা, আইয়ামে বিজের রোজা ইত্যাদি।
৩. তাহাজ্জুদ নামাজ অব্যাহত রাখা। তাহাজ্জুদ আল্লাহর প্রিয় নফল নামাজ। এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাহাজ্জুদের ফজিলত সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে কাছের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছো দোয়া করবে এবং আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছো আমার কাছে (তার প্রয়োজন) চাইবে এবং আমি তাকে দান করব। কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করব।’ (বুখারি) অন্য হাদিসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই জান্নাতে রয়েছে এমন কিছু প্রাসাদ, যার বাইরে থেকে ভেতরাংশ দেখা যাবে, ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যাবে। এগুলো আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যারা মানুষকে খাবার খাওয়ায়, কোমল ভাষায় কথা বলে, ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখে, সালামের প্রসার ঘটায় এবং রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তারা নামাজে দাঁড়িয়ে যায়।’ (মুসনাদে আহমাদ)
৪. কোরআন তিলাওয়াত এবং সে অনুযায়ী আমল করা। রমজান কোরআন নাজিলের মাস বলে অন্য মাসে তা তিলাওয়াত করা, অর্থ অনুধাবন করা ও আমল করা যাবে না, তা কিন্তু সঠিক নয়। বরং রমজানের পরও কোরআনের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক অব্যাহত রাখা উচিত। মহানবী (সা.) কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে উম্মতের ব্যাপারে অভিযোগ করবেন, ‘হে আমার রব, আমার উম্মত তো এই কোরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে।’ (সুরা ফুরকান: ৩০) আল্লাহ যেন আমাদের সেদিনের অভিযুক্তদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত না করেন।
৫. অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো অব্যাহত রাখা। রমজানে আমরা সদকাতুল ফিতর, জাকাত ও অন্যান্য দানের মাধ্যমে অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছি। রমজানের পরও যেন আমরা সেই কাজ অব্যাহত রাখতে পারি, সে জন্য চেষ্টা করতে হবে। এক দীর্ঘ হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, ‘হে আদমসন্তান, আমি খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি।’ মানুষ বলবে, ‘হে আমার রব, কীভাবে আপনাকে খাদ্য দেব, আপনি তো সৃষ্টিকুলের রব?’ আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা খাবার চেয়েছিল? তুমি তো খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না, যদি তাকে খাবার দিতে, তাহলে তা (প্রতিদান) আমার কাছে পেতে?’ (মুসলিম)
৬. পছন্দের আমলগুলো অব্যাহত রাখা। আপনি যে আমলগুলো সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে করতে পারেন, তা করতে থাকুন। সেই আমল যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘হে লোক সকল, কেবল সেই নেক কাজগুলো করতে থাকো, যা তুমি করতে পারো। কারণ তুমি বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ সওয়াব দিতে বিরক্ত হন না। আর আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল হলো, যা ধারাবাহিক–যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।’ (বুখারি)
৭. আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা। তাঁর পবিত্র নামসমূহ উচ্চারণ করে তাঁকে ডাকাকে জিকির বলা হয়। জিকির বড় ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে, তখন তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।’ (সুরা মুমিন: ৬০)
৮. গুনাহমুক্ত জীবনযাপনের চেষ্টা করা। রমজানে যেমন আমরা আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধ মেনে চলতাম, দিনের বেলায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় আমরা খাওয়াদাওয়া থেকে বিরত থাকতাম, তেমনি আমাদের আয়-উপার্জন, খাদ্য, চলাফেরা, কাজকর্মেও সব বিধিনিষেধ মেনে চলব। হালাল গ্রহণ করব এবং হারাম বর্জন করব। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘এমন শরীর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম দ্বারা বর্ধিত। জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান।’ (মুসনাদে আহমাদ)

যে আমলে পুরো বছর রোজা রাখার সওয়াব

বিশেষ প্রতিবেদন

পবিত্র রমজান মাস ছিল মুমিনের আমলের মৌসুম। এ মাসের আমলগুলো যেন পুরো বছর অব্যাহত থাকে সেটাই এ মাসের প্রধান শিক্ষা। এর মাধ্যমে রোজার সামর্থ্যের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। কোরআনে রোজা রাখার নির্দেশের পরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা এসেছে।
ইরশাদ হয়েছে, ‘যেন তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কোরো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫)
রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম দিক হলো, আমল করা অব্যাহত রাখা। এর মধ্যে রমজানের পর শাওয়ালের ছয় রোজা রাখা গুরুত্বপূর্ণ আমল। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ রোজা রাখতেন এবং সাহাবাদের তা রাখার নির্দেশ দিতেন।
আবু আইউব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমজানে রোজা রাখবে এবং পরবর্তী সময়ে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখবে সে যেন পুরো বছর রোজা রাখল।’ (মুসলিম, হাদিস : ১১৬৪)
ছয় দিনের রোজায় পুরো বছরের সওয়াব
রমজান মাসে রোজা রাখার পর শাওয়াল মাসে আরো ছয়টি রোজা রাখলে পুরো বছর রোজার সওয়াব পাওয়া যায়। সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ সব ভালো কাজের প্রতিদান ১০ গুণ করে দেন। তাই রমজান মাস ১০ মাসের সমতুল্য এবং পরবর্তী (শাওয়াল মাসের) ছয় রোজার মাধ্যমে এক বছর পূর্ণতা লাভ করে।’ (নাসায়ি : ২/১৬২)
পুরো বছর সওয়াব হয় যেভাবে
মূলত রমজান মাসের রোজার পর অতিরিক্ত ছয় রোজা মিলে সাধারণত ৩৬টি রোজা হয়। আর তা ১০ গুণ করলে মোট ৩৬০টি হয়। কারণ মুমিনের যেকোনো আমলের সওয়াব ১০ গুণ করে দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়েছে, ‘কেউ কোনো ভালো কাজ করলে সে তার ১০ গুণ পাবে। আর কেউ কোনো খারাপ কাজ করলে তাকে শুধু তার প্রতিফলই দেওয়া হবে; তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।’ (সুরা আনআম, আয়াত : ১৬০)
রমজানের রোজার পরিপূরক
নফল আমলের মাধ্যমে ফরজের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা হয়। তেমনি শাওয়ালের রোজার মাধ্যমে রমজানের রোজার ত্রুটিগুলো পূর্ণ করা হবে। নামাজ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ফরজ নামাজের হিসাব করা হবে। তা ঠিক থাকলে সে সফলকাম। আর তাতে সমস্যা হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর কোনো ফরজ আমলে অপূর্ণতা দেখা দিলে মহান রব বলবেন, তোমরা দেখো, আমার বান্দার কি কোনো নফল নামাজ রয়েছে? নফল থাকলে তা দিয়ে ফরজকে পরিপূর্ণ করা হবে। এভাবে সব ফরজ আমলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ করা হবে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৪১৩)
ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেছেন, শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা হওয়ার মধ্যে বিশেষ রহস্য রয়েছে। তা হলো এই ছয়টি রোজা রমজানের রোজার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। রোজার মধ্যে যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে অতিরিক্ত রোজাগুলো তা দূর করে দেয়। বিষয়টি ফরজ নামাজের পর সুন্নত ও নফল নামাজের মতো এবং নামাজে ভুল হলে সিজদায়ে সাহু দেওয়ার মতো।
যেভাবে রাখতে হয়
শাওয়াল মাসের যেকোনো দিন এই ছয়টি রোজা রাখা যাবে। কেউ চাইলে মাসের শুরুতে রাখতে পারবে। কেউ চাইলে মাসের মধ্য ভাগে কিংবা শেষ অংশেও রাখতে পারবে। কেউ চাইলে তা অল্প অল্প করে পুরো মাসে রাখতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নফল আমলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকা উচিত। সেই হিসেবে মাসের শুরুতেই এই আমল করা উত্তম।
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দিন।

১৭ মিনিটের আর্সেনাল ঝড়ে বিধ্বস্ত রিয়াল মাদ্রিদ, ডেকলান রাইসের ইতিহাস

আপনজন ডেস্ক: আর্সেনাল ৩:০ রিয়াল মাদ্রিদ।
বল জালে জড়িয়েই উল্লসিত ডেকলান রাইস দৌড় দিলেন দর্শকের দিকে, পেছন পেছন ছুটলেন আর্সেনাল-সতীর্থরাও। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য জায়গায় থমকে থাকলেন মার্টিন ওডেগার্ড। চোখ গোলপোস্টে, দুই হাত মাথার ওপরে আর চেহারায় অবিশ্বাসের চিহ্ন। এই মাত্র কী ঘটে গেছে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছেন না আর্সেনাল অধিনায়ক। আজ এমিরেটস স্টেডিয়ামে রাইস আর আর্সেনাল যা করেছে, তাতে এমন হতভম্ব দশা রিয়াল মাদ্রিদেরই। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে আর্সেনালের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। হারের চেয়ে বিধ্বস্ত বলাই ভালো। তিনটি গোলই হয়েছে মাত্র ১৭ মিনিটের মধ্যে। গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া দেয়াল হয়ে না দাঁড়ালে হজম করতে হতো আরও বেশি, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মতো শেষ দিকে লাল কার্ডও দেখেছেন একজন। রিয়ালের এমন দুর্দশার ম্যাচে সরাসরি ফ্রি কিকে ২ গোল করে চ্যাম্পিয়নস লিগে নতুন ইতিহাস গড়েছেন রাইস।

কিক অফ বাঁশির পর ম্যাচের প্রথম গোলমুখে শটটা কিলিয়ান এমবাপ্পে নিলেও সময় যত গড়িয়েছে, আর্সেনাল তত ধারালো হয়েছে। তবে প্রথম ৪৫ মিনিটে গোলের দেখা পায়নি স্বাগতিকেরা। এর মধ্যে বিরতির আগমুহূর্তে রাইসের হেড আর গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট আটকে দেন কোর্তোয়া। আবার ৩১ মিনিটের সময় আর্সেনাল গোলকিপার দাভিদ রায়াকে একা পেয়েও বল তাঁর কাছেই দিয়ে সুযোগ নষ্ট করেন এমবাপ্পে।

ম্যাচে রং পাল্টায় দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৮তম মিনিটে আর্সেনাল ফ্রি কিক পেলে সেটিতে শট নেন ডেকলান রাইস। জোরের সঙ্গে নেওয়া বাঁকানো শট জাল নিচু হয়ে জালে জড়ায়। কোর্তোয়া ঝাঁপিয়েও নাগাল পাননি। আর্সেনাল ও ওয়েস্ট হাম ক্যারিয়ারে ৩৩৯ ম্যাচ খেলে এটিই রাইসের সরাসরি ফ্রি কিক থেকে প্রথম গোল। তবে ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার এখানেই থামেননি। ৭০তম মিনিটে আবার ফ্রি কিক পায় আর্সেনাল, এবারও রাইসের জোরালো শট জালে। ওপরের পোস্ট ঘেঁষে পৌঁছানো এই বলও নাগালে পাননি রিয়াল গোলকিপার। যে গোল দেখে উদ্‌যাপন ভুলে মাথায় হাত ওঠে ওডেগার্ডের। ১২ মিনিটের মধ্যে দুটি দুর্দান্ত ফ্রি কিক গোল দেখে উৎসব শুরু হয়ে যায় এমিরেটসে। মূলত ওই সময়ই ম্যাচে মানসিকভাবে ধসে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ। রাইসের দুই ফ্রি কিক গোলের মধ্যেই আরেকটি গোল বাঁচান কোর্তোয়া ও বেলিংহাম। রাইসই প্রথম খেলোয়াড়, যিনি চ্যাম্পিয়নস লিগ নকআউটে সরাসরি ফ্রি কিক থেকে ২ গোল করেছেন। এর আগে রিভালদো, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, নেইমার, হাকিম জিয়েশরা করলেও সেসব নকআউট ম্যাচ ছিল না।

তবে রাইসের জোড়া গোলে আর্সেনাল-ঝড় থামেনি। ৭৫তম মিনিটে যোগ হয় আরেকটি গোল। লুইস-স্কেলির বাড়ানো বল প্রথম স্পর্শেই জালে পাঠান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনো (৩-০)। বাকি সময়ে এই ব্যবধান ধরে রেখে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল। দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে লাল কার্ডে মাঠ ছাড়তে হয় রিয়ালের এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গাকে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

প্রিয়াংশর ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরিতে বৃথা ধোনির ঝড়

আপনজন ডেস্ক: পাঞ্জাব কিংসের মালিক প্রীতি জিনতা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উল্লাস করেছেন। দলের অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার ডাগ আউটের জটলা থেকে বেরিয়ে এসে করতালি দিয়েছেন। এটুকুতেই শেষ নয়। ভারত টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'কী দুর্দান্ত ব্যাটিং! চোখের শান্তি।' রবিচন্দ্রন অশ্বিন তাঁর ব্যাটিং দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন অনেক আগেই। আসলে যে কারোরই তাঁর ব্যাটিংয়ের প্রেমে পড়ার কথা। খেলা দেখে থাকলে নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন, কার কথা বলা হচ্ছে। প্রিয়াংশ আর্য, পাঞ্জাব কিংসের এই ওপেনার আজ নেট দুনিয়া কাঁপানোর আগে মাঠ কাঁপিয়েছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে মাত্র ৩৯ বলে সেঞ্চুরি করেছেন তিনি, যা বলের হিসেবে আইপিএল চতুর্থ দ্রুততম। এক দিক থেকে ইতিহাসই গড়ে ফেলেছেন আর্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক না হওয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে তাঁর সেঞ্চুরিই এখন আইপিএলে দ্রুততম। ৭ চার ও ৯ ছক্কায় আর্য ৪২ বলে ১০৩ রান করে থেমেছেন। তাঁর এই বিধ্বংসী ইনিংসের কাছে মহেন্দ্র সিং ধোনির ১২ বলে ২৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস ম্লান হয়ে গেছে। ঘরের মাঠ মুল্লানপুরে পাঞ্জাব ১৮ রানে হারিয়েছে চেন্নাইকে।

টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নামা পাঞ্জাব ৬ উইকেটে করেছিল ২১৯ রান। জবাবে চেন্নাই ৫ উইকেট হারিয়ে করতে পেরেছে ২০১ রান।

আইপিএল

এ জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারে ফিরেছে পাঞ্জাব। টানা চার হারে চেন্নাই নয়েই রয়ে গেছে।

অথচ আজ একসময় পাঞ্জাবের রান উৎসবে মেতে ওঠার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হচ্ছিল। ৮৩ রান তুলতেই হারিয়েছিল ৫ উইকেট। সেই পাঁচ ব্যাটসম্যানের কেউই দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি।

তবে একপ্রান্ত আগলে রাখা প্রিয়াংশ আর্য এরপরও ব্যাটিং তাণ্ডব থামাননি। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে চেন্নাই বোলারদের লাইন-লেংথ নিমিষেই এলোমেলো করে দিয়েছেন।

আর্যকে যোগ্য সঙ্গ দেওয়ায় শশাঙ্ক সিংকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে দুজন মাত্র ৩৪ বলে ৭১ রান যোগ করেছেন।

দলীয় ১৫৪ রানে আর্য যখন আউট হন, পাঞ্জাবের দুই-তৃতীয়াংশ রান তখন তাঁর একার!

এরপর মার্কো ইয়ানসেনকে নিয়ে আরেকটি বড় জুটি গড়েন শশাঙ্ক। অবিচ্ছিন্ন এই জুটিতে ৩৮ বলে আসে ৬৫ রান। তাতেই রান পাহাড়ে পৌঁছে যায় পাঞ্জাব।

রান তাড়া করতে নামা চেন্নাইকে এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি তারা জয়ের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারছে। শিবম দুবে ৪২ ও রাচিন রবীন্দ্র ৩৬ রান করলেও স্ট্রাইক রেট এই ম্যাচের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

ওপেনিংয়ে নামা ডেভন কনওয়ে তো একটু বেশিই বল গিলে ফেলেছেন (৪৯ বলে ৬৯)। শেষ পর্যন্ত আইপিএল ইতিহাসের পঞ্চম ও এই মৌসুমের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে রিটায়ার্ড আউট হয়ে মাঠও ছেড়েছেন।

পাঁচে নামা ধোনি ৩ ছক্কা ও ১ চারে 'ক্যামিও' উপহার দিয়ে দারুণ বিনোদন দিয়েছেন। কিন্তু তা শুধু চেন্নাইয়ের হারের ব্যবধানই কমিয়েছে। আসলে প্রিয়াংশ আর্যর ওই ইনিংসের কাছে আজ সবকিছু ম্লান হয়ে গেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
পাঞ্জাব কিংস: ২০ ওভারে ২১৯/৬ (আর্য ১০৩, শশাঙ্ক ৫২*, ইয়ানসেন ৩৪*; খলিল ২/৪৫, অশ্বিন ২/৪৮)।
চেন্নাই সুপার কিংস: ২০ ওভারে ২০১/৫
(কনওয়ে ৬৯, দুবে ৪২, রবীন্দ্র ৩৬, ধোনি ২৭; ফার্গুসন ২/৪০, ম্যাক্সওয়েল ১/১১)।
ফল: পাঞ্জাব কিংস ১৮ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: প্রিয়াংশ আর্য।

আইএসএল খেলার দাবিতে সরগরম মহামেডান ক্লাব প্রাঙ্গণ

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: আই-লিগ জয়ের পর মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জন্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) পা রাখা ছিল এক গৌরবময় নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ১২৫ বছরের পুরনো ঐতিহ্যের অধিকারী এই ক্লাবটি ভারতের প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে তাদের অভিষেক ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। একটি আশাব্যঞ্জক শুরু, তাদের প্রথম তিনটি ম্যাচে একটি জয় এবং একটি ড্র–একটি শক্তিশালী অভিযানের আশা জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু যত দ্রুত উত্থান হয় তত দ্রুত আঘাত হানে। মাঠের বাইরের ঘটনা শীঘ্রই দলেরপারফরম্যান্সকে প্রভাব ফেলে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শেয়ার স্থানান্তর নিয়ে ক্লাব কর্মকর্তা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মৌসুম শুরু হওয়ার পর থেকেই দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু জানুয়ারিতে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। বেতন না পাওয়ায় হতাশ খেলোয়াড়রা চেন্নাইইন এফসির বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ হোম ম্যাচের আগে প্রশিক্ষণ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। ২০২০ সাল থেকে ক্লাবের এই প্রধান বিনিয়োগকারী বাঙ্কার হিল

প্রাইভেট লিমিটেড যখন তাদের অভিযোগ প্রকাশ্যে প্রকাশ করেন, তখন আর্থিক অস্থিরতা উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কোম্পানিটি দাবি করেছিল যে তারা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেডের ৬১% শেয়ারের প্রতিশ্রুতি এখনও পায়নি। আবার আরেক বিনিয়োগকারী শ্রাচী স্পোর্টস অভিযোগ করে, তাদের শেয়ারের টাকা দিয়ে দিলেও এখনও শেয়ার হস্তান্তর হয়নি।।

প্রধান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ গত ২৯শে জানুয়ারী বকেয়া পাওনা উল্লেখ করে পদত্যাগ করেছিলেন। আইএসএল তত্ত্বাবধানকারী ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল) মহামেডানের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। পরিচালনা কমিটি বকেয়া পাওনা, বিনিয়োগকারীদের বিরোধ এবং বেতন পরিশোধের বিষয়ে স্পষ্টতা দাবি করেছে। ১১ এপ্রিলের কঠোর সময়সীমার সাথে, ক্লাবকে এখন একটি বিস্তারিত আর্থিক রোডম্যাপ জমা দিতে হবে, যার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা প্রত্যাহার করলে ব্যাংক গ্যারান্টারের নিশ্চয়তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, মহামেডানের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা এখনও আশাবাদী। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ রাজু, ভক্তদের আশ্বস্ত করেন, বিনিয়োগকারীদের সাথে আলোচনা সমাধানের কাছাকাছি। ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে, ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে প্রিয় ফুটবল ক্লাবগুলির মধ্যে একটির ভাগ্য ঝুলে আছে। মহামেডান কি এই বাধাগুলি অতিক্রম করতে পারবে নাকি তাদের আইএসএল স্বপ্নের বিলীনতা দেখতে পাবে, এই প্রশ্নটি তাদের অনুগত সমর্থকদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

কাল বিকেলে মহামেডান কর্তাদের মধ্যে এক মিটিং হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সমর্থকরা ক্লাবের সামনে এসে জড়ো হয়ে দাবি করে হয় আইএসএল খেল নয় কর্তারা পদত্যাগ করো। যদিও আর কোনও কর্তাকে এদিন আর ক্লাব ক্যাম্পাসে আসতে দেখা যায়নি।

অজানা কারণে ম্যাক্সওয়েলের জরিমানা

আপনজন ডেস্ক: ব্যাটে রান নেই। এখন পর্যন্ত আইপিএলে যে ৪ ম্যাচ খেলেছেন, সেখানে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ৩০। গতকালও চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে পাঞ্জাব কিংসের ব্যাটসম্যান আউট হন মাত্র ১ রান করে।

এমন বাজে সময় কাটানো ম্যাক্সওয়েলকে এবার দিতে হচ্ছে জরিমানাও। আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট। যদিও ঠিক কোন কারণে ম্যাক্সওয়েলের শাস্তি হয়েছে, আইপিএল কর্তৃপক্ষ সেটি

জানায়নি।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। তিনি আচরণবিধি ২.২ ধারার লেভেল-১ অপরাধ করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে নিজের ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা গুনেছেন এবং ১ ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন। ম্যাচ চলাকালে "ফিক্সচার ও ফিটিংসের অপব্যবহার" বিধি ভঙ্গের অভিযোগে লেভেল-১ মাত্রার অভিযোগ আনা হয় ম্যাক্সওয়েলের বিপক্ষে। ম্যাক্সওয়েল অভিযোগ মেনে নিয়েছেন এবং ম্যাচ রেফারির দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন। আইপিএলের আচরণবিধির লেভেল-১-এর অপরাধের ক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'

২৮৮ রান, ২৪৪-ই চার-ছক্কায়–চলছে পুরানের তাণ্ডব

আপনজন ডেস্ক: ৭৫, ৭০, ৪৪, ১২, ৮৭*–এবারের আইপিএলে নিকোলাস পুরানের রান। এই ইনিংসগুলো খেলার পথে ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান ছক্কা মেরেছেন ২৪টি। বলে রাখতেই হচ্ছে, এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে ১৫টির বেশি ছক্কা মারতে পারেননি আর কেউ। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক (২৮৮) তিনি, মেরেছেন ২৫টি চারও। কমপক্ষে ১০০ রান করেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটও (২২৫) তাঁর। আর কী চাই! আইপিএলের এবারের মৌসুমে লক্ষ্ণৌ যে ধারাবাহিক পারফর্ম করছে, তার বড় কারণ এই পুরানই। ৫ ম্যাচের মধ্যে দলটি জিতেছে ৩টিতে। পুরানের টুর্নামেন্ট শুরু হয় ২৪ বলের ফিফটিতে। দিল্লির বিপক্ষে সেই ম্যাচে পুরান করেন ৩০ বলে ৭৫ রান। তবে দিল্লির আশুতোষ শর্মার অবিশ্বাস্য এক ইনিংসে জেতা ম্যাচটি হেরে যায় লক্ষ্ণৌ। ইনিংসের শেষ ১১ বলে ৫ ছক্কায় ৪৬ রান করে দলকে ১ উইকেটের জয় এনে দেন আশুতোষ। দ্বিতীয় ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে পুরান ফিফটি করেন ১৮ বলে। সেই ইনিংসটিতে ২৫ বলের মধ্যে ১২ টিতেই চার-ছক্কা মারেন এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার। পরের দুই ম্যাচে ফিফটি না পাওয়া পুরান কাল আবার ফিফটি পেলেন, খেললেন আইপিএলে ক্যারিয়ার-সেরা ৮৭ রানের ইনিংস। ২১ বলে ফিফটি পেয়েছেন। হর্ষিত রানা, আন্দ্রে রাসেল থেকে সুনীল নারাইন, বরুণ চক্রবর্তী–সবাইকে ছক্কা মেরেছেন পুরান। তাঁর এমন ইনিংসেই রান উৎসবের ম্যাচে ৪ রানের জয় এনে দিয়েছে লক্ষ্ণৌকে। পুরান এমন ছক্কা উৎসব এ বছরই যে শুরু করেছেন, তা নয়। গত বছর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সব মিলিয়ে ছক্কা মেরেছিলেন ১৭০টি, যা এক পঞ্জিকাবর্ষে ছক্কার রেকর্ড। ২০২৪ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছক্কা ছিল হাইনরিখ ক্লাসেনের, ১০৫টি। এই বছরও সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ছক্কা এসেছে পুরানের ব্যাট থেকে, ৪১টি। যেভাবে খেলছেন, এবারও হয়তো ১০০-এর বেশি ছক্কা মারবেন এই ক্রিকেটার। আর সেটি হলে দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এক পঞ্জিকাবর্ষে একাধিকবার ১০০ ছক্কা মারবেন পুরান। পুরান ও ক্লাসেন ছাড়া এখন পর্যন্ত এক পঞ্জিকাবর্ষে ১০০ ছক্কা মেরেছেন ক্রিস গেইল ও আন্দ্রে রাসেল। তবে গেইলের নামটা একটু আলাদা করে বলার দাবি রাখে। টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের তর্কযোগ্যভাবে সেরা ব্যাটসম্যান এক পঞ্জিকাবর্ষে ১০০ ছক্কা মেরেছেন ৬ বার। এক পঞ্জিকাবর্ষে ১০০ ছক্কার কীর্তি প্রথমবার দেখা যায় ২০১১ সালে। সেই বছর গেইল ছক্কা মারেন ১১৬টি। এর পরের দুই বছরও ১০০ ছক্কার বেশি মারেন এই ওপেনার। মাঝে ২০১৪ বাদ দিয়ে আবার ন্যূনতম ১০০টি করে ছক্কা মারেন ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে। গেইলের পর এ তালিকায় নাম লেখান আন্দ্রে রাসেল। তিনি ২০১৯ সালে ছক্কা মারেন ১০১টি। এত বছর ধরে ধারাবাহিক বিধ্বংসী ব্যাটিং করার পরও মাত্র একবারই এক পঞ্জিকাবর্ষে ছক্কার সেঞ্চুরি করতে পেরেছেন রাসেল। আরেক টি-টোয়েন্টি কিংবদন্তি কাইরন পোলার্ড তো এই কীর্তি কোনো দিন করতেই পারেননি। এই পরিসংখ্যানে গেইলে মাহাত্ম্যটা আরও বেশি করে বোঝা যায়। গেইলের পর তাঁর মতো হেসেখেলে ছক্কা মারছেন আরেক বাঁহাতি পুরান। দেখা যাক, তিনি বছরে ১০০ ছক্কা কতবার মারতে পারেন।

বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি, লংজাম্পে রাজ্যে প্রথম জাহির এখন নজরে

আপনজন ডেস্ক: বাবা পেশায় রাজ মিস্ত্রি, লং জাম্পে রাজ্যে প্রথম বসিরহাটের জাহির।

রাজ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লং জাম্পে রাজ্যের সেরা বসিরহাটের দশ বছরের বালক মোহম্মাদ জাহির মন্ডল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট দু নম্বর ব্লকের রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিগড়ের ১০ বছরের বালক জাহিরের বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি, সংসারে আর্থিক অভাব থাকলেও ছোট থেকে নিজের প্রচেষ্টাও দক্ষতায় কোন প্রশিক্ষণ ছাড়া নিজেকে নিজেই তৈরি করেছে ছোট্ট জাহির।

জাহির বাড়ি ফিরতেই ফুল মিষ্টি দিয়ে বরণ করে নিলেন এলাকার মানুষ। সংবর্ধনায় ভাসিয়ে দিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি থেকে ব্লক প্রশাসন।

বসিরহাটের ভ্যাবলা গাছার আটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্র জাহির। রাজ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদের উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় লং জাম্প বিভাগে ৪.৬১ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে প্রথম স্থান অর্জন করেছে বছর দশেকের এই বালক। দুঃস্থ পরিবারের এই প্রতিভাময় খেলোয়াড় জাতীয় ও আগামীদিনে অলিম্পিক স্তরে খেলাধুলো করতে চায়। কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তার প্রশিক্ষণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় তার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর বাছাড় বলেন, "জাহির আমাদের গর্ব।"

ও এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা সব রকম সহযোগিতা করব। আগামী দিনে জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে খেলবে এটাই চাই আমরা।"

জাহিরের পরিবার মনে করেন, সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য পেলে জাহির তার লক্ষ্যে বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে পারবে। দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। রাজ্যের জয়ের শিরোপা অর্জনের পর এবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খেতাব জয়ের স্বপ্ন জাহিরের।

আমতায় বেঙ্গল সফট বল প্রিমিয়ার লিগ

অভিজিৎ হাজরা ● হাওড়া

আপনজন: এই প্রথম গ্রামীণ হাওড়া জেলায় সারা বাংলা সফট বল প্রিমিয়ার লিগ সুরঞ্জন দত্ত মেমোরিয়াল ট্রফি দ্বিতীয় সিজন,ওয়েষ্ট বেঙ্গল সফট বল অ্যাসোসিয়েশন এর সহযোগিতায় শিবাজী স্পোর্টস অ্যাকাডেমি হাওড়ার আয়োজনে এবং আমতা স্পোটিং ক্লাব,বেতাই - জয়ন্তী অ্যাথলেটিক ক্লাব ও আমতা পল্লীকল্যাণ সমিতির সহ সহযোগিতায় দু ' দিন ব্যাপী এই ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হল আমতা স্পোটিং ক্লাব ময়দান ও বেতাই - জয়ন্তী অ্যাথলেটিক ক্লাব ময়দানে। এই খেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও পাশ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে পুরুষ বিভাগের ৮ টি দল যথাক্রমে দত্তফুলিয়া অ্যানহলিক কড়িয়া সংস্থা, বি . কে. টি . সি অ্যাকাডেমি চন্ডিল, জলপাইগুড়ি, রাণাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব, শিবাজী স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, বীরভূম রাইডার্স,গৌড় মালদা,কান্দি নরেন্দ্রনাথ পাঠচক্র অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আর্গানাইজার টিমের কার্যকরী সভাপতি ও সমাজসেবী তাপস বাকুলী। দু ' দিন ব্যাপী এই ক্রীড়া উৎসবের বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল সফট বল অ্যাসোসিয়েশন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার দেবনাথ, ড. মৃত্যুঞ্জয় দাস, ড. সুজিত দাস, বিশিষ্ট অধ্যাপক সন্দীপ শঙ্কর ঘোষ,সৌর্যদীপ্ত নস্কর, দীপঙ্কর পোড়েল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন জলপাইগুড়ি।

অ্যাথলেটিক গড়তে তৎপরতা এসিএবি'র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গ্রামীণ এলাকা থেকে যাতে ক্রীড়াবিদ তুলে আনা যায়, সেই বিষয়ে সরকারিভাবে নানান প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে । এবার ক্রীড়া সংস্থা অ্যাথলেটিক কোচেস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (এসিএবি)'র তরফেও এই উদ্যোগ নেওয়া হল । সেই লক্ষ্যেই সংস্থাটির রাজ্যস্তরের মিটিং হল কলকাতায় । সেই মিটিংয়ে ব্যাপক সাড়া পড়ে । আগামী দিন যে সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন ধরনের খেলা করা হবে, সেগুলো কিভাবে হবে, সেই সমস্ত বিস্তারিত মিটিংয়ে আলোচনা হয়।

এসিএবি'র কনভেনার ও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার বলেন,

গ্রামীণ এলাকায় ভালো ক্রীড়াবিদ তৈরি করতে উদ্যোগী আমরা। সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে সংস্থা । আমরা চাই, গ্রামীণ এলাকা থেকে কোনও যুবক খেলাধূলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বের বুকে বাংলা তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুক । সেই লক্ষ্যেই আমরা যুবকদের বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। সেই সঙ্গে কোনও যুবক খেলাধূলায় ভালো পারফর্ম করতে পারলে সংস্থা সব সময় তাঁকে সব রকমের সাহায্য করব।

এর আগেও এসএবির কনভেনার ইসমাইল সরদারকে বিভিন্ন জায়গায় খেলোয়াড়দর সহযোগিতা করতে দেখা গিয়েছে। মিটিং শেষে তিনি বলেন, খেলাধুলা হচ্ছে আমার স্বপ্ন। অর্থের অভাবে কোনও এক ভালো খেলোয়াড় খেলতে পারবে না, আমি সেটা মেনে নিতে পারব না। আমার সাধ্যমত প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের পাশে দাঁড়াবো। আর্থিক দিক দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। এদিনের মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সচিব স্বপন রাহা, চেয়ারম্যান তন্ময় দাশগুপ্তসহ সদস্যরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**